ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 September, 2023 ■ আগরতলা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৮ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলা-আখাউড়া রেল যোগাযোগ

গঙ্গাসাগর থেকে পরীক্ষামূলক ট্রেন এল ইন্দো-বাংলা জিরো পয়েন্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। প্রতীক্ষা ক্রমশ অবসানের দিকে এগিয়ে চলেছে। আগরতলা-আখাউড়া রেল যোগাযোগ স্থাপনে আজ বাংলাদেশের অংশে ট্রেনের পরীক্ষামূলক চলাচল চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে। আজ বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর থেকে ট্রেন ইন্দো-বাংলা শূন্য রেখা (জিরো পয়েন্ট) পর্যন্ত এসেছে। ওই ট্রেনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ এবং ভারতের রেল লাইন নির্মাণকারী সংস্থার কর্মকর্তারা এসেছেন। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকরণে রেল সংযোগ যুগান্তকারি অধ্যায়ের রচনা করবে। আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ স্থাপন হলে খুবই অল্প সময়ে ত্রিপুরার মানুষ কলকাতায় যেতে পারবেন। তাছাড়া, খুবই কম সময়ে ট্রেনে পণ্য আমদানি সম্ভব হবে। তাতে, পরিবহন খরচ কম হওয়ার সাথে সময়ও বাঁচবে। এদিন দুপুর ১২টা ৯ মিনিট নাগাদ তিনটি ওয়াগন নিয়ে ট্রেনের ইঞ্জিন বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর থেকে ইন্দো-বাংলা শূন্য রেখায়(জিরো পয়েন্টে) পৌছেছে। ওই ট্রেনের লোকো মাস্টার ছিলেন সাজু কুমার দাস এবং সহকারী লোকো মাস্টার ছিলেন বেলায়েদ হুসেন জাহিদ।

ঢাকার কৃষি মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন পড়ে ছাঁই ৫০০ দোকান

ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মহম্মদপুরের কৃষি মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। ইতিমধ্যেই আগুনে পুড়ে ছাই শত শত দোকান। আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১৭টি ইউনিট। ৫ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পুড়ছে পুরো মার্কেট। তবে জলের সমস্যায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী আগুনের তীব্রতা কিছুটা কমলেও এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী রয়েছে। আরও কয়েক জায়গায় হালকা হালকা আগুন জ্বলছে। বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ রাজধানী ঢাকার মহম্মদপুরের কৃষি মার্কেটে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে একে একে দমকলের ১৭টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ২০টি সোনার দোকান-সহ পাঁচশোটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২০০-২৫০ কোটি টাকা। আগুনের তীব্রতা কিছুটা কমলেও তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে মার্কেটের ডান পাশের অংশ থেকে আগুনের সূত্রপাত। পরে পুরো মার্কেটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এখন এ মার্কেটের বেশিরভাগ অংশ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।

ঢাকার মহম্মদপুরের কৃষি মার্কেটে সবজি দোকানের পাশাপাশি জুতো, গয়নাগাটির দোকান রয়েছে। দমকল অধিদফতরের পরিচালক (অপারেশনস এন্ড মেনটেনেন্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, "মহম্মদপুর কৃষি মার্কেটে কোনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামনেই গণেশ চতুর্থি। তাই মূর্তিপাড়ায় চলছে শেষ তুলির টান।

দিল্লিতে কৃষক সভার সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। নুতন দিল্লির যন্তর মন্তর এ আজ সারা ভারত কৃষক সভা এবং সারা ভারত রাবার চাষী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি ডঃ অশোক দেওয়ালে, সম্পাদক বিজু কৃষ্ণান এবং সহ সম্পাদক পবিত্র কর বক্তব্য রাখেন। বক্তারা রাজ্যের তথা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাবার চাষীদের সংকট এবং বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করেন। বক্তাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে পূর্ব নির্ধারিত কর্ম সূচি অনুযায়ী দেশের রাবার চাষী দের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আজ যন্তর মন্তর থেকে মিছিল করে সংসদ অভিযান করার কথা ছিল। কিন্তু তা করতে দেওয়া হয়নি বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেআরবিটি ঃ রতন, টিংকুর শুভেচ্ছা

গ্রুপ ডি মৌখিক পরীক্ষা শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। জেআরবিটি গ্রুপ-সি এর পরীক্ষায় সফল চাকুরীপ্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। চাকুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এদিন নিজ বক্তব্যে তুলে ধরেছেন তিনি। মন্ত্রী জেআরবিটি গ্রুপ-সি এর পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে জানান, জেআরবিটি গ্রুপ সি এর জন্য সর্বমোট ২৪১০ জনের শূন্যপদ ঘোষণা করেছিল। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তার মধ্যে ১৯৮০ জনের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে জেআরবিটি। মন্ত্রী আরও বলেন, ৪৩০ টি পদ এখনো খালি আছে। কেননা, এক্স সার্ভিসম্যান, পাম্প অপারেটর, দিব্যাঙ্গজন আরও বেশ কিছু পদে যে যে মানদণ্ড স্থির করা হয়েছিল সেগুলি পূরণ না হওয়ায় সেই পদগুলি খালি রয়ে গেছে।এছাড়াও জেআরবিটি গ্রুপ-ডি এর ফলাফল নিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, এমন অনেক চাকুরীপ্রার্থী রয়েছেন যারা কিনা গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ ডি দুটোতেই আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। যারা গ্রুপ-সি তে চাকুরী পাবেন তারা কেউই আর গ্রুপ ডি এর পদে যোগ দিতে যাবেন না। ফলে গ্রুপ-ডি এর পদ খালি থাকবে। তাই গ্রুপ-সি এর নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হলেই গ্রুপ ডি এর ফলাফল জানানো হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন জেআরবিটি পরীক্ষায় বহিঃরাজ্য থেকে আসা উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, এটি খুবই কম সংখ্যা। ১০ থেকে ১৫ জন হবে সব মিলিয়ে। তবে সেই সময় রাজ্যে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক ছিলনা। তাই যারাই উত্তীর্ণ হবে তাদের চাকুরী দেওয়া হবে। এখন থেকে যে বিজ্ঞপ্তিগুলি দেওয়া হবে সেগুলিতে পিআরটিসি এর উল্লেখ থাকবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিকে, সদ্য প্রকাশিত জেআরবিটি গ্রুপ-সি এর ফলাফল নিয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী টিংকু রায়। খুব শীঘ্রই শুরু হবে গ্রুপ- ডি এর মৌখিক পরীক্ষা। এমনকি জেআরবিটি গ্রুপ-ডি এর ফলাফলও খুব শীঘ্রই ঘোষনা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী টিংকু রায়, এদিন জেআরবিটি এর ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জানিয়েছেন, মোট ২৪১০ এর মত শূন্যপদ ছিল, তার মধ্যে ১৯৮০ এর উপরে চাকুরীপ্রার্থীদের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। আরও প্রায় ৪৩০ এর মতো শূন্যপদ রয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, এখনো বেশ কিছু শূন্যপদ রয়েছে। কারণ হিসেবে তিনি জানান, যে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য যে পদ রয়েছে সেগুলি এখনো পূরণ হয়নি। কেননা তাদের জন্য যে মানদণ্ড স্থির করা হয়েছিল সেগুলি পরিপূর্ণ করতে পারেননি বেশ কয়েকজন চাকুরীপ্রার্থী। সেই কারনেই এই পদগুলি খালি রয়েছে। এছাড়াও পাম্প অপারেটরের ক্ষেত্রে মেডিকেল পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি অনেকেই। তাই এই বিভাগে বেশ কিছু পদ খালি রয়ে গেছে। বাকি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যেককেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হত্যা শূণ্যে আনতে বিএসএফ-বিজিবির বৈঠক

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নির্বাচারে গুলি করে নিরীহ বাংলাদেশিদের হত্যা শূন্যের কোঠায় আনার জন্য ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে (বিএসএফ) আহ্বান জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বিজিবি-বিএসএফ রিজিয়ন কমান্ডার ও ফ্রন্টিয়ার আইজি পর্যায়ে চার দিনব্যাপী সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলনে এ আহ্বান জানানো হয়েছে।

মনির হোসেন

বৃহস্পতিবার বিজিবির সরাইল, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার এবং বিএসএফের ত্রিপুরা, মিজোরাম, কাচার ও মেঘালয় ফ্রন্টিয়ারের ফ্রন্টিয়ার আইজি পর্যায়ে চার দিনব্যাপী সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন শেষ হয়েছে। বিজিবি থেকে পাঠানো এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজিবি জানায়, বিজিবির চট্টগ্রাম রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. সাজেদুর রহমানের নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে বিজিবির সরাইল রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. শহিদুল ইসলামসহ সব রিজিয়নের অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমান্ডার, বিজিবির স্টাফ অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছতা বজায় রেখে চাকরি হোক ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। স্বচ্ছতা বজায় রেখে যুবকদের সাথে ছলচাতুরী না করে রাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হউক রাজ্যে। জেআরবিটি গ্রুপ-সি এর ফলাফল প্রকাশ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এই কথা বলেন বলেন ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক। বৃহস্পতিবার দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার জয়পুরে কামাখ্যা এক্সপ্রেস এর সূচনা লগ্নে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

রাজ্যে নতুন করে শক্তি অর্জন করছে কংগ্রেস ঃ দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। গোটা রাজ্যে কংগ্রেস নতুন করে শক্তি অর্জন করছে। নতুন নতুন মানুষ প্রতিদিন কংগ্রেসের পতাকা তলে শামিল হচ্ছেন। ধর্মনগর ও তার ব্যতিক্রম নয়, গতকাল ধর্মনগর শহরে মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ধর্মনগরে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচি সফল করতে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে ধর্মনগর কংগ্রেস বুথ কমিটিগুলির কো-অর্ডিনেটার সুবল গোস্বামীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করেন। সুবল গোস্বামী ধর্মনগর মহকুমার এক গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতা। কিছুদিন পূর্বে দুষ্কৃতীকারীরা সুবল গোস্বামীর বাড়িতে গিয়ে তাকে কংগ্রেস দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করার প্রস্তাব দেন, এমনই দাবী করেছেন তিনি। সুবল গোস্বামী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস দলের কাজকর্ম চালিয়ে আসছিল বলে জানান তিনি। তবে গতকাল মহিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জম্পুইয়ের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বিপদজ্জনক

সিংলুম-ভাংমুন রাস্তা নির্মাণ কাজে নজির বিহীন কেলেঙ্কারির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। জম্পুই পাহাড়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সিংলুম- ভাংমুন অবস্থা বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার এনএসআইডিসিএলের তত্ত্বাবধানে বহিরাজ্যের নির্মাণ সংস্থার নিম্নমানের রিটেনিং ওয়াল তৈরি ও অবৈজ্ঞানিকভাবে এলাইনমেন্টের কারনেও সড়কের উপর ধস নামছে ক্রমাগতভাবে। ইতিমধ্যেই নিম্নমানের কাজের জন্য কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক রাহুল মোদি সড়কের নির্মাণ সংস্থা জেএসআর প্রাইভেট লিমিটেডের নির্মান কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে ক্রমাগত বর্ষনে পাহাড়ের মাটি ধসে পড়ছে কিন্তু কাজ বন্ধ থাকায় সংস্থার কর্মকর্তারা নিখোঁজ।

এই পরিস্থিতিতে হায়দ্রাবাদের জে এস আর প্রাইভেট লিমিটেডের আওতাধীন সিংলুম - ভাংমুনের জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য কিছুদিন পূর্বে অবৈজ্ঞানিকভাবে সড়ক নির্মাণের জন্য পাহাড়ের মাটি কাটায় জম্পুই পাহাড়ের ত্যাকসি গ্রাম প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।গ্রামের মূল সড়ক ধসে পড়ছে। উচ্ছেদ হয়েছে বহু পরিবার। এখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩৩২ ▫ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ২৮ ভাদ্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

তৃণমূলের স্পর্শ এড়াইতে দ্বিমুখী অবস্থান বামেদের

জোটে থাকিয়াও না থাকিবার সিদ্ধান্ত সিপিএমের! ইন্ডিয়া জোটে নাম লিখাইয়াও জোটসঙ্গীকে এড়াইয়া চলিবার কৌশল পার্টির! গা বাঁচাইতে দু'রকম অবস্তান সীতারাম ইয়েচুরি-প্রকাশ কারাতদের। বাংলায় তৃণমূলের স্পর্শ এড়াইতে ১২ দিন পরেও ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে সিপিএমের তরফে কোনও প্রতিনিধি পাঠানো হইল না। পাঠানো হইল না বাকি কমিটির সদসদের নামও।চলতি মাসে পার্টির পলিটব্যুরোর বৈঠকে কমিটিতে যোগ দেওয়া নিয়া আলোচনার পরেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে বলিয়া এ কে গোপালন ভবন সূত্রে খবর। তবে ইতিমধ্যেই দু'জনের নাম চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া সূত্রের খবর। এক্ষেত্রেও বাম নেতাদের সিদ্ধান্তে হতবাক জোট শরিকরা। এমন দুজনের নাম চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া খবর, যাঁহাদের পরিচিতি নিয়াও প্রশ্ন রহিয়াছে। এমনকি, কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও তাঁহাদের নাই।'মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে ১৪ জনের সমন্বয় কমিটির গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকেই ১৩টি দল নাম দিলেও, পরে নাম পাঠিয়ে দেওয়া হইবে বলিয়া জানান সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠকের আগেই পার্টি প্রতিনিধির নাম পাঠাইয়া দিবে বলিয়াও জানান। তবে সিপিএম বৈঠকে নাম না দিলেও বামফ্রন্টের আরেক শরিক সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা কমিটির সদস্য হন। তখন মনে করা হয় সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠকের আগেই নাম পাঠাইবে সিপিএম। কিন্তু বুধবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষাই সার হইলো। কোনও নাম পাঠাইল না সিপিএম। লালপার্টির এহেন আচরণে অবাক হন বৈঠকে হাজির বাকি ১২ দলের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে অনেকেই উষ্মাপ্রকাশ করেন বলিয়া সূত্রের খবর।'সিপিএম জাতীয় স্তরে বিজেপিকে পরাস্ত করিতে বিরোধী জোটে থাকিলেও তৃণমূলের সঙ্গ এড়াইয়া চলিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সেক্ষেত্রে জোট এগিয়ে নিয়া যাইতে যে কমিটি গঠন হইবে তাহাতে সতর্কভাবে অংশ নিবে পার্টি। যে কমিটিতে তৃণমূলের প্রতিনিধি থাকিবে সেই কমিটিতে সিপিএমের কোনও প্রতিনিধি থাকিবে না। একান্তই জোটের স্বার্থে যদি প্রতিনিধি রাখিতে হয়, তাহা হইলে পরবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটি অথবা পলিটব্যুরোর বৈঠকে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিতে হইবে। এছাড়াও এমন প্রতিনিধি দেওয়া হইবে যাহাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকিবে না। দিল্লির একেজি ভবনের এমন সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক দ্বিচারিতা হিসাবেই দেখিতেছে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা।

''লক্ষ লক্ষ টাকা লুট', তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ সতীর্থের

আসানসোল, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আসানসোল পুরনিগমের একটি ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদকের বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠল। অভিযোগকারী ওই ওয়ার্ডেরই কাউন্সিলর। ঘটনাচক্রে, দু'জনেই শাসকদলের!

আসানসোল পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক তথা কাজি নজরুল মুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মহম্মদ সৈয়দ আলম কাদরির বিরুদ্ধে ওয়ার্ড শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমিটির কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ম ভেঙে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ওই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলর তথা কমিটির সভাপতি সিকে রেশমা।

রেশমা বৃহস্পতিবার প্রচারমাধ্যমে জানান, আসানসোল রেলপাড় বাবুতলার এলাকার তৃণমূল নেতা কাদরির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাইমারি স্কুল ইন্সপেক্টর) সন্দীপ কোনরার কাছে এবং আসানসোল উত্তর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। রেশমার কথায়, আমি বিশ্বাস করে ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক কাদরি স্যারের কাছে ব্যাঙ্কের পাসবই এবং চেক বই জমা দিয়েছিলাম। যে টাকার অঙ্ক তিনি লিখে নিয়ে আসতেন, তা দেখে সই করে দিতাম। কিন্তু কাদরি স্যর পরে টাকার অঙ্কের আগে আর একটি সংখ্যা লিখে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আসানসোল উত্তর থানায় অভিযোগ করেছি।'' অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং অসত্য বলে দাবি করেছেন কাদরি।

নড়বড়ে টাইটানের মতো ভয়ের ধাক্কা বিজেপি-র ভিত নড়িয়ে দিয়েছে- অভিষেক

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : "বিজেপি ভয় পেয়েছ, এনডিএ ভয় পেয়েছে। নড়বড়ে টাইটানের মতো ভয়ের ধাক্কা তাদের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। এটাই 'ইন্ডিয়া'-র ক্ষমতা"। ইডি জিজ্ঞাসাবাদের পর বেশি রাতে (ক্যালেণ্ডারের হিসাবে বৃহস্পতিবার) এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার দীর্ঘক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষে ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে, তদন্তকারী সংস্থাকেও একহাত নেন তিনি। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীত মামলার তদন্তে, বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করে ইডি। বেলার দিকে ইডি দফতের ঢোকেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৯ ঘণ্টা পর ইডির দফতর থেকে বের হন তিনি। বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, "মিডিয়া এমনভাবে হাওয়া তুলেছে, যেন এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির সব টাকা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে ঢুকেছে। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে ১০ পয়সা ঢুকেছে প্রমাণ করে দেখান!" অভিষেক আরও বলেন, "ভিতরেও একই প্রশ্ন করা হয়েছে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, তাই বিস্তারিত আর বলছি না। ২ বছর আগেও একই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখনও একই উত্তর দিয়েছিলাম। কয়লা দুর্নীতিতে একই প্রশ্ন করেছে, গোরু পাচার, নিয়োগ কেলেঙ্কারিতেও একই প্রশ্ন। বিষয়টি এমনভাবে দেখানো হচ্ছে, যেন একই টাকা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে ঢুকেছে। একই টাকা তিনটে কেসে জড়িয়ে রয়েছে, এমন দেখাতে চাইছে। একই লেনদেন তিনটি মামলায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

জলপাইগুড়িতে মূল্যবান ভেষজ ঔষধি বাজেয়াপ্ত বন বিভাগের

জলপাইগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভারত সংলগ্ন নেপালের হিমালয় অঞ্চলে পাওয়া বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বার ভেষজ ঔষধি বিপুল পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করেছে বন বিভাগ।

বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বা ভেষজ ঔষধি বাজেয়াপ্ত করেছে বন দফতরের আমবাদি রেঞ্জের বনকর্মীরা। আম্বাদি রেঞ্জের রেঞ্জার আলমগীর হক জানান, শিলিগুড়ির সমরনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বা ভেষজ ঔষধি উদ্ধার করা হয়েছে। মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বাসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পাচারকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বা শিলিগুড়ি থেকে চিনে পাচার হওয়ার কথা ছিল। এর আগে ১৩ গ্রাম ইয়ারসাগুম্বা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

আলমগীর হক জানান, ধৃত দুই পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার রাতেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮০০ গ্রাম মূল্যবান ইয়ারসাগুম্বা উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা। তবে এবার কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

একটি আণুবীক্ষণিক ভ্রমণ

আবুল বাসার

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব অবস্থার মুখোমুখি হই, কোনো নক্ষত্রের কেন্দ্রে কিংবা গ্যালাক্সিগুলোর মাঝখানের স্থানের ভৌত অবস্থা হতে পারে তার চেয়ে একেবারে ভিন্নরকম। তাই নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে বিভিন্ন অবস্থায় বস্তুর আচরণ ও প্রকৃতি বোঝা জরুরি। অর্থাৎ বস্তুর মৌলিক উপাদান ও তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মকানুন আমাদের জানতে হবে।

এক টুকরো শক্ত বরফখণ্ডের কথা ভাবা যাক। দৈনন্দিন জীবনে এর সঙ্গে আপনি পরিচিত। অন্য বেশিরভাগ কঠিন পদার্থের মতো বরফের আকারেরও একটা নির্দিষ্ট অনমনীয়তা রয়েছে। কারণ কঠিন পদার্থ সুষমভাবে সজ্জিত পরমাণু দিয়ে গঠিত। আর পরমাণু হলো পদার্থের মৌলিক একক। পরমাণুর এরকম নিয়মিত বা সুষম বিন্যাসকে বলা হয় ক্রিস্টাল ল্যাটিস বা স্ফটিক জালি। বলা যায়, বেশিরভাগ কঠিন পদার্থের ক্রিস্টালাইন বা স্ফটিক-সদৃশ্য কাঠামো রয়েছে। পরমাণু নিঃসন্দেহে অতিক্ষুদ্র। এগুলো ক্রিস্টাল ল্যাটিসের মধ্যে মোটামুটি ঘনিষ্ঠভাবে ঠাসা থাকে। কোনো কঠিন পদার্থের এক সেন্টিমিটারের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে থাকতে পারে প্রায় একশ মিলিয়ন বা ১০ কোটি পরমাণু। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে দশের সূচক হিসেবে বলা যায়, বরফের এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যে পরমাণু থাকে ১০৮টি। তার মানে, একটা ক্রিস্টাল ল্যাটিসের মধ্যে পরমাণুগুলোর মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে এক সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ প্রায় ১/১০০,০০০,০০০ সেন্টিমিটার। এ সংখ্যাকে সাধারণত লেখা হয় ১০-৮ সেন্টিমিটার। এখানে ১০-৮ সংকেতে ৮-এর আগে বিয়োগ চিহ্ন থাকার অর্থ হল ১০৮ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ ১০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ।

১০-৮ দৈর্ঘ্যকে বলা হয় এক অ্যাংস্ট্রম (সংক্ষেপে ১)। কাজেই একটা ক্রিস্টালের ভেতরে পরমাণুদের মধ্যকার ব্যবধান এক অ্যাংস্ট্রম। একটা কঠিন ছোট ঘনক, যার বাহুর দৈর্ঘ্য ১ সেমি, তাতে পরমাণু থাকবে প্রায় ১০২৪টি।

প্রশ্ন হলো, পরমাণুগুলোর একরম সুষম বা নিয়মিত সজ্জায় থাকার কারণ কী? দেখা গেছে, সুনির্দিষ্ট কিছু বল কাজ করে এসব পরমাণুর ভেতরে। এসব বল পরমাণুগুলোকে ক্রিস্টাল ল্যাটিস রূপে একত্রে আবদ্ধ রাখে, তাদের কঠিন পদার্থের মতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম দেয়। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, বরফের ঘনক ছোট খণ্ডে ভাঙার জন্য বেশ পরিশ্রম করতে হয়। ক্রিস্টালটিকে কিছু বল শক্তির যোগান দিয়ে একত্রে ধরে রাখে। বরফ ভাঙার সময় সেগুলো একধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

২

প্রক্রিয়াটি অনির্দিষ্টভাবে চলতে থাকে ধরে নিয়ে একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করা যাক। একটা কঠিন বস্তুতে যদি ক্রমেই বেশি বেশি শক্তি সরবরাহ করা হয়, তাহলে কী ঘটবে? আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে উত্তরটা পেয়ে যাওয়ার কথা। তাপ একধরনের শক্তি। তাই এক টুকরো বরফে তাপ দেওয়ার মানে, তাতে ক্রমেই বেশি বেশি তাপের যোগান দেওয়া। আপনি জানেন, বরফের টুকরোয় যথেষ্ট তাপশক্তির যোগান দেওয়া হলে সেটা গলে গিয়ে পরিণত হবে তরল পানিতে। তাপ সরবরাহে শক্তির পরিমাণ যথেষ্ট হলে ক্রিস্টাল ল্যাটিসের ভেতরের পরমাণুগুলোর বন্ধন ভেঙে ফেলবে। তাতে ভেঙে পড়বে বরফের কাঠিন্য। অন্য যেকোনো কঠিন পদার্থেও একই ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। কঠিন পদার্থে তাপ দেওয়া মানে, তাতে ক্রমে বেশি বেশি তাপের যোগান দেওয়া। এক পর্যায়ে এমন মুহূর্ত আসে, যখন কঠিন পদার্থটা গলে যায় এবং তরলে রূপান্তরিত হয়। (বিভিন্ন কঠিন পদার্থকে গলানোর জন্য দরকারী তাপশক্তির পরিমাণ নিঃসন্দেহে ভিন্ন। একটুকরো লোহার চেয়ে একটুকরো বরফ গলানো অনেক সহজ।) এক গ্রাম বরফ গলাতে প্রায় ৮০ ক্যালরি শক্তি দরকার। এই পরিমাণটা, অর্থাৎ 'ক্যালরি' হলো শক্তি পরিমাপের একক। (ব্যায়াম ও ডায়েটের সঙ্গে সম্পর্কিত এই এককের কথা নিশ্চয়ই অনেকেই শুনেছেন। এর সবকিছু করা হয় শক্তির যোগান দিতে বা পুড়িয়ে ফেলতে)। পদার্থবিদ্যায় শক্তির জন্য আরও কিছু একক হরহামেশা ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে ঘন ঘন ব্যবহৃত হয় আর্গ এক আর্গ মানে প্রায় ২.৩৮×১০-৮ ক্যালরি। কাজেই বলা যায়, এক গ্রাম বরফ গলাতে ৩.৪×১০৯ আর্গ দরকার। এতে বরফের দৃঢ়তা হারিয়ে যাবে এবং জলও প্রবাহিত হবে সহজে। এই তরলে ক্রমে আরও শক্তির যোগান দিয়ে ওপরের পরীক্ষাটা আরও সামনে এগিয়ে নেওয়া যায়। এতে প্রথমে জলটুকু কেবল উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে থাকবে। অচিরেই দেখা দেবে আরেকটা পরিবর্তন। তখন ওই তরল পরিণত হবে গ্যাসে। অর্থাৎ জলটা পরিণত হবে বাষ্পে। নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, জলের তুলনায় বাষ্প প্রায় অদৃশ্য। তার কারণ হলো, জলের পরমাণুর তুলনায় বাষ্প গঠনকারী পরমাণুগুলো অনেক বেশি পাতলাভাবে বিন্যস্ত থাকে। (এক ঘন সেন্টিমিটার জলের তুলনায় এক ঘন সেন্টিমিটার বাষ্পে প্রায় এক হাজার ভাগ কম পরমাণু থাকে।) যেকোনো কঠিন পদার্থের জন্য গ্যাসীয় দশা সাধারণ ঘটনা। পর্যাপ্ত শক্তির যোগান দিয়ে লোহা গলিয়ে লোহার পরমাণুর গ্যাসীয় বাষ্প তৈরি করা সম্ভব।

ওপরের ক্রমানুসারে আমরা পদার্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা অবস্থা দেখলামকঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। নিজেদের অন্তস্থ উপাদানের ওপর ভিত্তি করে কিছু মৌল কক্ষ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় থাকে (যেমন লোহা, তামা ইত্যাদি)। অন্যদিকে কিছু মৌল থাকতে পারে তরল অবস্থায় (যেমন পারদ, ব্রোমিন ইত্যাদি)। আর কিছু মৌল থাকে গ্যাসীয় অবস্থায় (যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি)। কাজেই তাপ দিয়ে বা শীতল করে যেকোনো মৌলকে অন্য যেকোনো অবস্থায় আনা সম্ভব। যেমন আমরা জানি, বাষ্পকে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার নিচে ঠান্ডা করলে তা জলেতে পরিণত হয়। মাইনাস ১৮৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় (বা শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রার ১৮৩ ডিগ্রি নিচে) ঠান্ডা করলে অক্সিজেনকে তরলে পরিণত করা সম্ভব।

আমরা যত তাপশক্তি দিতে থাকি, ততই তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। সে কারণে বলা যায়, কোনো বস্তুর শক্তির পরিমাণের পরিমাপই তাপমাত্রা। এভাবে দেখা যায়, যেকোনো বস্তুর জন্য সর্বনিম্ন শক্তি দশা ঘটে মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এই মানের নিচে নামিয়ে আনা অসম্ভব। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে এরচেয়ে শীতল করা অসম্ভব। (কোনো বস্তুকে শীতল করতে ওই বস্তু থেকে তাপ বের করে আনতে হয়। কিন্তু সেটা যদি এর আগেই সর্বনিম্ন তাপীয় দশায় থাকে, তাহলে তা করা অসম্ভব।) পদার্থবিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে অন্য রকম একক ব্যবহার করা বেশি সুবিধাজনক, যাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির সঙ্গে মানানসই। এই একককে বলে কেলভিন। একে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে এতে শূন্য ডিগ্রি কেলভিন K মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সমান। তাই কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা পেতে, সেন্টিগ্রেডে প্রকাশিত তাপমাত্রার সঙ্গে ২৭৩ যোগ করতে হবে। কাজেই কেলভিন এককে মাইনাস ১৮৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হবে -১৮৩+২৭৩=৯০ কেলভিন (অক্সিজেন এই তাপমাত্রায় তরলে পরিণত হয়)।

দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একত্রে আটকে ফেলে একটা হাইড্রোজেন অণু তৈরি করতে যে শক্তি দরকার, তা আসে পরমাণুগুলোর মাঝখানের নির্দিষ্ট বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স থেকে।

কঠিন পদার্থ থেকে শুরু করে যেকোনো পদার্থে ক্রমাগত আরও শক্তি যোগ করে প্রথমে তরলে, এরপর গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু গ্যাসে আরও শক্তি সরবরাহ করা হলে কী ঘটবে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য পদার্থের উপাদান সম্পর্কে জানতে হবে একটু গভীরভাবে। যেমন সবচেয়ে সরল গ্যাস হাইড্রোজেনের কথা ধরা যাক। হাইড্রোজেন গ্যাসের একেকটা একক আসলে হাইড্রোজেন পরমাণু নয়, বরং তা হাইড্রোজেনের অণু। দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু একত্রে যুক্ত হয়ে তৈরি হয় একটা হাইড্রোজেন অণু। (আসলে বরফ, জল ও বাষ্পের বর্ণনার সময় আমরা কিছু ফাঁকিবাজি করেছি। বর্ণনা সরল করতেই সেটা করতে হয়েছে। জলের একেকটি অণু গঠিত হয় দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটা অক্সিজেন পরমাণু একত্রে যুক্ত হয়ে।)

দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একত্রে আটকে ফেলে একটা হাইড্রোজেন অণু তৈরি করতে যে শক্তি দরকার, তা আসে পরমাণুগুলোর মাঝখানের নির্দিষ্ট বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স থেকে। ওপরে যে কঠিন পদার্থের ক্রিস্টালাইন প্রকৃতির কথা বলেছি, তার জন্য যে ধরনের বল দায়ী, এখানেও ঠিক একই বল কাজ করে। এই বন্ধন ভাঙতেও পর্যাপ্ত শক্তির যোগান দিলে হাইড্রোজেন অণু ভেঙে দুটি আলাদা হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হবে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, একটা হাইড্রোজেন অণুকে ভেঙে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে আনতে প্রায় ৭.২×১০-১২ আর্গ শক্তির প্রয়োজন। আবারও দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন অণু বা পরমাণুতে জড়িত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য অতিক্ষুদ্র সংখ্যার রাশি দরকার। এই রাশিগুলো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার তুলনায় আলাদা। পারমাণবিক বা আণবিক প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকা শক্তিগুলো মাপতে আরেকটা একক ব্যবহার করা হয়। শক্তির এই এককের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। একে বলা হয় ইলেকট্রন ভোল্ট । এক ইলেকট্রন ভোল্ট হলো ১.৬×১০-১২ আর্গের সমতূল্য। কাজেই হাইড্রোজেন অণুর বন্ধনের শক্তি প্রায় ৪.৫ ইলেকট্রন ভোল্ট।

এই শক্তি সরবরাহের সম্ভাব্য একটা উপায় হলো দুটো হাইড্রোজেন অণুকে পর্যাপ্ত গতিতে সংঘর্ষ ঘটানো। কোনো গ্যাসে তাপ শক্তি দিলে অণুগুলো দ্রুত বেগে ছুটতে থাকে। আবার আমরা জানি, গ্যাসটিতে তাপ শক্তি দিলে তার তাপমাত্রাও বাড়ে। আসলে দুটো বর্ণনা একই। কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা আসলে তার গড় শক্তির পরিমাপ, যার সঙ্গে অণুগুলো গ্যাসের ভেতর চলাফেরা করে এলোমেলোভাবে। হাইড্রোজেন গ্যাসে কক্ষ তাপমাত্রায় (প্রায় ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, কেলভিন স্কেলে যার মান ২৭+২৭৩=৩০০ কেলভিন) প্রতিটি অণুর গড় শক্তি থাকে প্রায় ০.০২৬ ইলেকট্রন ভোল্ট। তাপমাত্রা ১০০ গুণ বেশি (যেমন ৩০ হাজার কেলভিন) হলে প্রতিটি অণুর শক্তি থাকত প্রায় একশ গুণ বেশি। অর্থাৎ প্রতিটি অণুর শক্তি থাকত প্রায় ২.৬ ইলেকট্রন ভোল্ট। গ্যাসটিকে প্রায় ৫.২×১০৪ গু ৫২ হাজার কেলভিন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হলে, প্রতিটি অণুতে গড়ে ৪.৫ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির যোগান দেওয়া যায়। অণুগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে হাইড্রোজেন অণুগুলো ভেঙে আলাদা আলাদা পরমাণুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয় হাইড্রোজেনের পরমাণু দিয়ে, অণু দিয়ে নয়।

নাছোড়বান্দার মতো এরপরও যদি আরও শক্তি দিই, তাহলে কী হবে? এখন আমরা হাইড্রোজেন পরমাণুতে সরাসরি শক্তি সরবরাহ করছি। কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটা পরমাণুর প্রকৃতি ও গাঠনিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জানতে হবে।

গ্যাসটা যদি হাইড্রোজেন না হয়ে অন্য কোনো মৌল দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে? ধরা যাক, অক্সিজেন, তাহলে কী হবে? অক্সিজেনের একটা পরমাণু আটটি ইলেকট্রন ও একটি নিউক্লিয়াস দিয়ে গঠিত। এই নিউক্লিয়াসে রয়েছে আটটি নিউট্রন ও আটটি প্রোটন।

৩

পরমাণু আসলে একটা 'নিউক্লিয়াস' এবং ইলেকট্রন নামে কিছু কণা দিয়ে তৈরি। এ হিসেবে পরমাণুর মডেল তৈরি করা যায়। দেখা যায়, পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে একটা নিউক্লিয়াস। তাকে কেন্দ্র করে চারপাশে ঘুরছে ইলেকট্রন কণারা। (জোর দিয়েই বলতে হবে যে এটা অতিসরলীকৃত চিত্র। কক্ষপথের মতো ধারণা পারমাণবিক পরিসরের ক্ষেত্রে খাটে না। তবু পারমাণবিক কিছু ঘটনা বোঝার জন্য এটা বেশ কার্যকর। তাই চিত্রটা আমরা বারবার ব্যবহার করব।) খোদ পারমাণবিক নিউক্লিয়াস দুই ধরনের কণা দিয়ে গঠিত। সেগুলোর নাম প্রোটন এবং নিউট্রন। এদের মধ্যে প্রোটন ধনাত্মক চার্জ বহন করে এবং নিউট্রনের কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। কাজেই প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াসের চার্জ বা আধান ধনাত্মক হয়। অন্যদিকে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরতে থাকা ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক। কোনো পরমাণুতে সমান সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে। কাজেই সেটা বৈদ্যুতিকভাবে চার্জ নিরপেক্ষ হয়। একটা পরমাণুর আকার মাত্র কয়েক অ্যাংস্ট্রম। (মনে আছে নিশ্চয়ই, এক অ্যাংস্ট্রম হলো ১০-৮ সেমি)। সে তুলনায় নিউক্লিয়াসের আকার অনেক ছোট। এর আকার প্রায় ১০-১৩ সেমি। *ক্রমশ ঃ*

বিজ্ঞান প্রভাবিত করে ইতিহাসকে

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও চিকিতা বিজ্ঞানের ইতিহাস (হিস্ট্রি অব সায়েন্স, টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড মেডিসিন সংক্ষেপে যাকে বলা হয় এইচআইএসটিইএম বা হিস্টেম) অতীতের এবং সমসাময়িক পর্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনকে নতুন আঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। ভারতের আধুনিক (এবং প্রাকআধুনিক) যুগের হিস্টেম-এর গবেষক ও চর্চাকারীরা বিগত কয়েক দশকের লেখালিখিতে প্রধানত তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের সামাজিক চরিত্র ও প্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতার বৈশিষ্ট্য। তাঁদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের গভীরে ঢুকতে হলে তা হিস্টেম-কে বাদ দিয়ে আদৌ সম্ভব না। সরকারি নীতির বিভিন্ন পর্যায়, জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পেশাদারিত্বের বিকাশ ও স্তরবিন্যাস, জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও বিস্তারে ভারতীয়দের এবং অ-ভারতীয়দের ভূমিকার স্বরূপ, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানা আইন ও বিধি নিষেধের প্রচলনের কাহিনি এই ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তি চিকিতাবিদ্যা ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছিল তাদের কী রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যথাযথ? ঔপনিবেশিক আমলকে কি ভারতে আধুনিক তথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের এবং আধুনিক ভারতের কারিগরি ও প্রযুক্তির বিকাশের খতিয়ান হিসাবে দেখাই যুক্তিযুক্ত? প্রাকব্রিটিশ পর্বের জ্ঞানজগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী রকম ছিল? উপনিবেশিক বিজ্ঞান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্যকে পূরণ করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নিয়েছিল? ভারতীয়রা কী ভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ বা বর্জন করার কথা ভেবেছিলেন? স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের ক্ষেত্রেই বা এ সব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের চরিত্র এবং তাতর্য কী রকম? এই সব অনুসন্ধানের ফলে উপনিবেশিক আমলে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণে বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ কোন ভূমিকা ও কী ভাবে পালন করেছিল এবং স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সম্পর্কের মূল্যায়নে সমাজবিজ্ঞানীদের চর্চা অভিনবত্ব অর্জন করেছে। ভারতে হিস্টেম-চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃতজওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রথিতযশা অধ্যাপক দীপক কুমারের সম্মাননায় নিবেদিত, এবং বর্তমানে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দীপক কুমারের কৃতী ছাত্র সুভোব্রত সরকার সম্পাদিত এই আলোচিত গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধমালা এই বিষয়গুলোর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সব মিলিয়ে পনেরোটি প্রবন্ধকে সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি, টেকনোলজি অ্যান্ড কালচার, এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজ এবং মেডিক্যাল এনকাউন্টারস, এই চার ভাগে সাজিয়ে পেশ করা হয়েছে। প্রথম অংশের অন্তর্গত তিনটি প্রবন্ধে তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্যকলাপের মূল্যায়ন করেছেন আলোচকরা। উনিশ শতকের ভারতে উচ্চশিক্ষিত এলিট সমাজের একাংশের ঝোঁক ছিল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে পেশাদারি বিজ্

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবাসন সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করব : প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। বাংলাদেশের দুর্যোগ, ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান এমপি বলেছেন, সাংবাদিকদের আমি খুবই সম্মান ও পছন্দ করি। সাংবাদিকদের আবাসন সমস্যা সমাধানে সার্বিক সহযোগিতা করব। প্রয়োজনে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলব। সাভারে বন বিভাগের ৫ একর খাস জমি রয়েছে। এ ব্যাপারে সাভারের এসিল্যান্ডের সঙ্গে কথা বলে আমি সাংবাদিকদের দ্রুত আবাসনের জমির সুব্যবস্থা করবো।

ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের নেতৃবৃন্দকে প্রতিমন্ত্রী বরাবর একটি আবেদন করতে বলেছেন।

রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের অডিটোরিয়ামে শুক্রবার ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের বিশেষ সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আল-মামুনের সভাপতিত্বে ও সম্পাদক মো. মফিজুর রহমান খান বাবুর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি ওমর ফারুক, সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) -এর সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কাজী রফিক, কুদ্দুস আফ্রাদ, আবু জাফর সূর্য, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) —এর সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া, ডিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সাজ্জাদ আলম খান তপু, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের এমডি সুভাষ চন্দ্র বাদল, বাংলাদেশ সম্পাদক ফোরামের আহবায়ক মো. রফিকুল ইসলাম রতন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী, বিএফইউজের কোষাধ্যক্ষ খায়রুজ্জামান কামালসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সাংবাদিক ফোরামের নেতৃবৃন্দ।

পরে ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের বিশেষ সাধারণ সভার ২য় অধিবেশন শুরু হয়। দুটি এজেন্ডা নিয়ে সাধারণ সদস্যরা আলোচনায় অংশ নেয়। আলোচনা সভায় প্রথম এজেন্ডা ছিল ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানে সদস্যদের সঞ্চয়কৃত টাকা দিয়ে জমি ক্রয় এবং ২য় এজেন্ডা ছিল মৃত সদস্যদের নমিনী স্ত্রী অথবা সন্তানদের সদস্যপদ বহাল রাখা। তবে তারা সমিতির কোন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেনা।

ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্যদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে হাত তুলে পক্ষে এবং বিপক্ষে মতামত চাওয়া হয়। সমিতির বেশিরভাগ সদস্যরা উল্লেখিত দুটি এজেন্ডার পক্ষে একমত পোষন করলে তা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।

রায়পুর : পুকুর থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

রায়পুর, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে ছত্তিশগড়ের রায়পুরের কোতোয়ালি থানা এলাকার একটি পুকুর থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। পুলিশ পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। দেহ শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে।

জানা গেছে, এদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হওয়া কিছু স্থানীয় লোকজন পুকুরে এক ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখতে পেয়ে কোতোয়ালি থানায় খবর দেয়। কোতয়ালী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুর থেকে দেহটি উদ্ধার করে শনাক্তের জন্য আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ভারতকে উন্নত করার সংকল্প অর্জন করতে হলে দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

বিনা (মধ্যপ্রদেশ), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতকে উন্নত করার সংকল্প অর্জন করতে হলে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। বিদেশ থেকে ন্যূনতম জিনিস আমদানি করতে হবে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

জি-২০ সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সমগ্র দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, 'আপনারা সবাই দেখেছেন ভারত কীভাবে জি-২০ শিখর সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করেছে। জি-২০ শিখর সম্মেলনের সাফল্যের কৃতিত্ব দেশের জনগণের। এটা ১৪০ কোটি মানুষের সাফল্য।' বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের বিনায় ৫০,৭০০ কোটির টাকার বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এর মধ্যে রয়েছে বিনা রিফাইনারিতে "পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স" এবং মধ্যপ্রদেশজুড়ে ১০টি নতুন শিল্প প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী এদিন নর্মদাপুরম জেলায় 'পাওয়ার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং জোন' নামে ১০টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন; ইন্দোরে দু"টি আইটি পার্ক; রতলামের একটি মেগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক; এবং রাজ্য জুড়ে ছয়টি নতুন শিল্পাঞ্চল।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমাকে মধ্যপ্রদেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য, আমি শিবরাজ সিং চৌহান এবং তাঁর সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজ আমরা ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বিনা রিফাইনারিতে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের উদ্বোধন ভারতকে আত্মনির্ভর করতে সাহায্য করবে...আধুনিক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স বিনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে এখানে নতুন শিল্প আসবে এবং এমএসএমই সুযোগ পাবে এবং তরুণ প্রজন্ম চাকরির সুযোগ পাবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'একটি দেশ অথবা একটি রাজ্যের প্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সেই সরকার যেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে চলে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

একটা সময় ছিল যখন মধ্যপ্রদেশকে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করা হত। স্বাধীনতার পর যারা দীর্ঘদিন মধ্যপ্রদেশ শাসন করেছেন, তারা দুর্নীতি ও অপরাধ ছাড়া কিছুই দেননি।'

বিহারের মুজফরপুরে বাগমতী নদীতে ডুবে গেল নৌকা, উদ্ধার ১৫-২০ জন স্কুল পড়ুয়া

মুজফরপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিহারের মুজফরপুর জেলায় বাগমতী নদীতে ডুবে গেল স্কুল পড়ুয়া বোঝাই একটি নৌকা। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে এগারোটার মধ্যে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুজফরপুরের বেনিয়াবাদ এলাকায়। ১৫-২০ জন স্কুল পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়েছে, এখনও ১০ জন পড়ুয়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মুজফরপুরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিসার অজয় কুমার বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত ১০ জন নিখোঁজ, ১৫-২০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চলছে।'

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছেন, 'ঘটনার তদন্ত করছেন মুজাফরপুরের জেলাশাসক। এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে সরকার সহায়তা দেবে।' জেলাশাসক বলেছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে এগারোটার মধ্যে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।'

কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের সুরক্ষার দায়িত্ব নিলেন মহিলা শক্তি

কাজিরঙা (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন মহিলা শক্তি। পুরুষ জওয়ানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবার উদ্যানের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন শতাধিক প্রশিক্ষিত যুবতী।

রাজ্য সরকারের সদ্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বন সুরক্ষা কর্মী হিসেবে এঁরা চাকরি পেয়েছিলেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর ওই সব যুবতীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সংস্থাপন দেওয়া হয়েছে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনকে সংস্থাপন দেওয়া হয়েছে বাগরি বনাঞ্চল এবং বাকিদের কাজিরঙার বুকচিরে ধাবিত জাতীয় সড়কে।

একজন বনকর্মী হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে তাঁরা প্রস্তুত, জানিয়েছেন সদ্য নিয়োজিত মহিলা বন সুরক্ষা জওয়ানরা। এর প্রতিফলন দেখা গেছে তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠায়। ইতিমধ্যে মহিলা শক্তি নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে দিবানিশি কঠোর পরিশ্রম করছেন।

ফাইল ডাউনলোড মামলায় পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগে হাইকোর্টে ইডি

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের কম্পিউটারে তদন্তকারী অফিসারের ১৬টি ফাইল ডাউনলোড মামলায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ইডি। কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাদের অভিযোগ, জেনারেল ডায়েরির ভিত্তিতে ইডি-র আধিকারিকদের বারবার ডেকে পাঠাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। এই ১৬টি ফাইল তদন্তে কোথাও ব্যবহার করা হবে না, বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে লিখিত প্রতিশ্রুতির পরেও চলছে হয়রানি, অভিযোগ করেন ইডি-র আইনজীবী। আবেদনপত্র দাখিলের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বৃহস্পতিবারই শুনানি হতে পারে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের নিউ আলিপুরের অফিসে ইডি ম্যারাথন তল্লাশি চালায় কয়েকদিন আগেই। তার পরেই ইডির বিরুদ্ধেই কম্পিউটারে তথ্য বিকৃতির অভিযোগে থানায় নালিশ দায়ের করে সংস্থাটি। ডাউনলোড করা ফাইলের সঙ্গে সংস্থার কোনও যোগসূত্র না থাকার অভিযোগ তোলা হয়।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, অনুমতি না নিয়েই ইডির বিরুদ্ধে ১৬ টি ফাইল ডাউনলোড করার অভিযোগ। পাশাপাশি সিজার লিস্টে না থাকলেও অভিযোগপত্রের সঙ্গে ফাইল অ্যাটাচের অভিযোগ তোলে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থা।

অসম বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী বিধায়ককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন মন্ত্রী চন্দ্রমোহনের

গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম বিধানসভার আজ শরৎকালীন অধিবেশনের চুতুর্থ দিন বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন পরিষদীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। কিন্তু তাঁর জবাবি ভাষণ না শুনে উল্টো শোরগোল তুলে তাঁকে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করছিলেন বিরোধী নির্দলীয় (রাইজর দল) বিধায়ক অখিল গগৈ। এতে মেজাজ হারিয়ে অখিলের উদ্দেশ্যে ঊর্ধবাহু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান সংখ্যালঘু কল্যাণ ও উন্নয়ন এবং বন ও পরিবেশ দফতরের মন্ত্রী মন্ত্রী চন্দ্রমোহন। ঘটনাকে দৃষ্টিকটু এবং অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে বিধানসভায় শোরগোল তুলে জোটবদ্ধভাবে পরিস্থিতি উত্তাল করে তুলেন বিরোধীরা।

বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের দেবব্রত শইকিয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক সরকারি তহবিলের ব্যবহার সংক্রান্ত এক প্রশ্ন করেছিলেন। এর জবাব দিচ্ছিলেন বিভাগীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। জবাবি ভাষণ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে স্বভাবসুলভ আচরণ করে উত্তরদাতাকে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করতে থাকেন বামনেতা অখিল গগৈ। বক্তব্য পেশে বাধা পেয়ে এক সময় মেজাজ হারিয়ে ফেলেন মন্ত্রী পাটোয়ারি। তিনি বিরোধী বেঞ্চ, বিশেষ করে অখিলের উদ্দেশ্যে দু হাত তুলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে কিছু বলছিলেন।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বিরোধী কংগ্রেসের বিধায়করা চার মিনিটের জন্য সদন থেকে ওয়াকআউট করেন। তাঁদের প্রশ্ন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের ব্যবহারিক প্রমাণপত্র প্রদানে সরকার ব্যর্থ হওয়ার কী কারণ? এর জন্য দায়ী জেলাশাসকদের বিরুদ্ধে সরকার কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি? বিরোধীদের এ সব প্রশ্নের সদুত্তর মন্ত্রী দেননি বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা।

মন্ত্রী বলছিলেন, তাঁর বিভাগের জন্য বরাদ্দ তহবিলের ব্যবহার দৈনিক পর্যবেক্ষণ হয়। কিন্তু মন্ত্রী পাটোয়ারি যখন বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন অখিল গগৈ দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, মন্ত্রী খারাপ উত্তর দিচ্ছেন, এর মধ্যে সত্যতা নেই। মন্ত্রী কিছুই জানেন না।

অখিল গগৈয়ের অভিযোগ শুনে তেঁতে ওঠেন মন্ত্রী পাটোয়ারি। মন্ত্রী দু হাত তুলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'অখিল গগৈ, আপনি আমাকে কিছুই জানি না বলেছেন। আমার অখিল গগৈয়ের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।' পাটোয়ারির এই আচরণের প্রতিবাদ করেন বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া। সদনে একজন সিনিয়র মন্ত্রী কর্তৃক বিরোধী বিধায়ককে এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনকার্য পবিত্র বিধানসভার গরিমা ম্লান করেছে বলে একযোগে অভিযোগ তুলেন বিরাধীরা।

মন্ত্রী পাটোয়ারির বিরুদ্ধে বিধানসভার অনুশাসন ভঙ্গের অভিযোগে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির কাছে অনুরোধ জানান বিরোধী বিধায়করা।

পুণে-তে সঙ্ঘের সমন্বয় বৈঠকের সূচনা, ভারতমাতার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ মোহন ভাগবতের

পুণে, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে-তে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিনদিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠকের সূচনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ এই সমন্বয় বৈঠকের সূচনা হয়। বৈঠক শুরু হওয়ার আগে ভারতমাতার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত ও সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। তিনদিন ব্যাপী এই সভায় আরএসএস-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত ৩৬টি সংগঠনের ২৬৭ জন পদাধিকারী অংশ নিয়েছেন। অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত বিশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন আরএসএস-এর সহসরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণগোপাল জি, ডঃ মনমোহন বৈদ্য, অরুণ কুমার জি, মুকুন্দ জি। এছাড়াও বৈঠকে যোগ দিয়েছেন রামদত্ত চক্রধর, একইসঙ্গে অখিল ভারতীয় কর্মকারিণী সদস্য ভাইয়াজি যোশী, সুরেশ সোনি, ভি. ভাগাইয়া, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা শান্তাক্কা, অখিল ভারতীয় কার্যবাহিকা অন্নদানম সীতা গায়ত্রী, মহিলা সমন্বয় থেকে চন্দতাই, মহিলা শক্তি থেকে শৈলজা, রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী থেকে রেণু পাঠক, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি রামচন্দ্র খারাদি, ভিএইচপি কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ শরণ শাহি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা প্রমুখ।

এটি একটি বার্ষিক সভা, গত বছর রায়পুরে আয়োজিত হয়েছিল এই বৈঠক। তিনদিন ব্যাপী এই বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। বর্তমান জাতীয় প্রেক্ষাপট ছাড়াও সামাজিক সম্প্রীতি, পরিবেশ, পারিবারিক মূল্যবোধ, সেবামূলক কাজ, অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও মতবিনিময় হবে বৈঠকে। সামাজিক রূপান্তরকে সহায়তা করবে এমন বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়েও আলোচনা করা হবে।

দোকান গুঁড়িয়ে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারে ধাক্কা ট্রাকের, বিদ্যুৎহীন চ্যাংরাবান্ধা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি দোকান গুঁড়িয়ে দিল পণ্যবোঝাই ট্রাক। তারপর ধাক্কা মারল বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারে। যার জেরে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। বুধবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। যদিও দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

স্থানীয়রা জানান, পণ্যবোঝাই ট্রাকটি রাত দেড়টা নাগাদ ময়নাগুড়ির দিক থেকে আসছিল। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অস্থায়ী হোটেলে ধাক্কা মেরে গুঁড়িয়ে দেয়। এরপর সেটি গিয়ে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারে ধাক্কা মারে। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। মুহূর্তে এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

বৃহস্পিতবার সকালে ট্রাকটিকে ক্রেন দিয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়। ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

GOVERNMENT OF TRIPURA
REVENUE DEPARTMENT

NO. F, 09 (01)-REVIACQ/XX/22

NOTIFICATION

WHEREAS, it appears to the State Government of Tripura, the land/lands specified in the schedule here to (herein after referred to as "the said land/lands") is needed or is/are likely to be fleeded for the public purpose namély for the purpose of construction of drilling at the location KUAH under Jirania Sub- Division is West Tripura District (herein after referred to as "the said public purpose').

AND WHEREAS, as per provision of Sub-Section 1 & 2 of Section 8 of "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013", SIA report along with recommendation of the Expert Group has been exmined by apprepiiate Government and found that R a Scheme is not required as no family will become displaced due to proposed acquisition. It is also found thal the proposed land appears to be bare minimum quantum of land needed for the aforesaid project, the -potential benefits outweigh thésocial costs & adverse social impacts, the project is found exclusively for public purpose and optimum level of public interest will serve with the setting up of the proposed project

NOW [HERE OREIN REREEy NOTIFIED under the provisions of Sub-Section 1 of Section 11 of "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, 2013 (herein after referred to as "the Land Acquisition & Rehabiliiation Act") that the said landflands measuring more or less 4.68 acres in Mouja Radhakisnere Nagar Sheet No. 4/P islare needed or is/are likely to be needed for the said public purpose al Pyplic expense.

IN EXERCISE of the powers conferred by the Section 12 of the Land Acquisition & Rehabilitation Act, 'he Governor, is pleased te authorize the Collector, West Tripura District, with his Surveyors and Workman to enier upon and survey the land and t perform all other tals require: or permitted by that Section.

THE Deputy Collector, West Tripura District has been appointed as "an Administrator'. Particulars of tie Administrator is as given below:-

NAME	ADDRESS	TELEPHONE NO
01	02	03
Shri Aniruddha Roy, TCS, Grade-I	Office of the District Magistrate & Collector, West Tripura District	0381-232-5717 (Office No.)

ALL. persons interested in the said land/lands are hereby warned not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons employed upon the said land/lands for the purpose of the said acquisition,

NO person shall make any transaction or cause any transaction of land specified in the Preliminary Notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such Notification till such lime as the proceedings are completed,

AND

IF the Government of Tripura is satisfied that the said land/lands is/are needed for the: said public Purpose, a final Notification to that affect under Section 19 of the Land Acquisition & Rehabilitation Act, will be published in the Tripura Government Gazette in due course,

AS per provisions of Section 45 of the At, 2013, any person interested in the above land, who has any objection to the acquisition thereef, may file an objection in writing before the Collector, West Tripura District within 60 (Sixty) days from the date of publication of the Preliminary Notification.

SCHEDULE
PRELIMINARY NOTIFICATION
(U/S-11(1) of the RECTLARR Act. 2013)
SCHEDULE OF LAND

Name of the 'Distiret : West Tripura
Name of the Sub-Division : Jirania
Namie of the P, S : Bodhjungnagar
Name of the Mouja : Radhakishore Nagar Sheet No, 4/P
Name of the Tehsil : Khayerpur
Name of Project : Acquisition of Jand for Construction drilling al the location KUAH

File No. £. DMAW/LAMRN/01/22

Sl. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Acquired Area (In Acres)
1	2	3	4	5
		Jote land		
1	304	3761	Tilla	0.50
		3762	Bagan (Tilla)	2.84
		3763	Tilla	0.16
		4958	Bagan (Tilla)	0.06
2	618/1	4964	Bagan (Tilla)	0.12
3	1387	3762/8891	Bagan (Tilla)	1.00
		Total land :-		4.68
		Total Jote land measuring :-		4.68
		Total Khash land measuring :-		0.00
		Total Departmental land measuring :-		0.00
		Grand total land measuring :-		4.68

By order of the Governor,
Deputy Secretary to the
Government of Tripura,

ICA/D-984/23

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালি

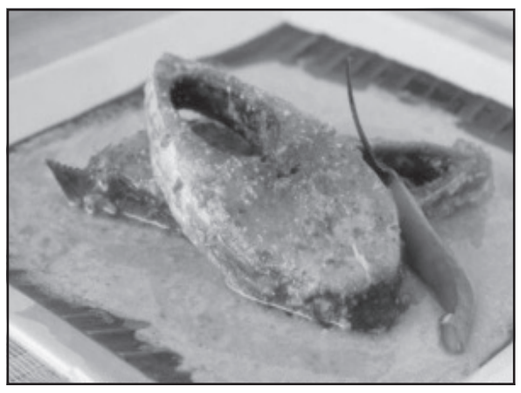

কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালি। আর মাছ মানেই সেই তালিকায় ইলিশ থাকবে না তা আবার হয় নাকি। সময় নিয়ে যত্ন করে রান্না করলে হার মানাবে পাঁঠার মাংসকেও। কিন্তু এই দৌড়ঝাঁপের জীবনে ওই সময়টার যে বড় অভাব! তাই করা হয় না অনেক রান্নাই। কিন্তু এখন আর কোনও চিন্তা নেই। খুব সহজে ঘড়ি ধরে মাত্র ১৯ মিনিটে বানিয়ে নিন ইলিশ ভাপা।

কী ভাবে? রইল এই প্রতিবেদনে।

উপকরণ

ইলিশ মাছ- ৬ টুকরো
সর্ষে বাটা- ২ টেবিল চামচ
সর্ষের তেল- ২ টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা- ৪টি
নুন- স্বাদ মতো
হলুদ- ১ চা চামচ

প্রণালী

প্রথমে মাছের টুকরোগুলি ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এ বার নুন, হলুদ মাখিয়ে ১০ মিনিটের জন্য রেখে দিন।

অন্য দিকে সেই সময় একটি পাত্রে সর্ষে বাটা, সর্ষের তেল এবং স্বাদ মতো নুন মিশিয়ে ভাল করে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন।

এ বার একটি মাইক্রোওয়েভে রান্না করার বাটি নিয়ে সেটিতে ভাল করে সর্ষের তেল মাখিয়ে নিন।

তার পর মাছের টুকরোগুলিতে সর্ষের মিশ্রণটিকে ভাল করে দু'দিক করে উল্টে পাল্টে মাখিয়ে নিন। এ বার মাছগুলি তেল মাখানো পাত্রে ভাল করে সাজিয়ে নিন। সঙ্গে বাকি মিশ্রণটিও উপরে দিয়ে দিন। তার উপর ৪টি কাঁচা লঙ্কা চিরে ছড়িয়ে দিন। পাত্রটির মুখ বন্ধ করে মাইক্রোওয়েভে ১৮০ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দেড় মিনিটের জন্য ''বেক'' করতে দিয়ে দিন। দেড় মিনিট পরে বার করে সাবধানে আলতো হাতে মাছগুলি উল্টে নিন। তার পরে মুখ বন্ধ করে আবার দেড় মিনিটের জন্য ''বেক'' করতে দিয়ে দিন। হয়ে গেলে মাইক্রোওয়েভ থেকে বার করে পাত্রটি মুখ বন্ধ অবস্থায় মিনিট পাঁচেকের জন্য রেখে দিন।

৫ মিনিট পর ঢাকনা খুলে একটু কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে নিলেই তৈরি ইলিশ ভাপা। সুস্বাদু এই পদ খেতেও যেমন ভাল, তেমনই রান্নাও করা যায় চট জলদি। পুজোয় এক দিন, চাইলেই কিন্তু ঝট করে বানিয়ে নিতে পারেন এই পদ।

রেস্তরাঁর মতো গলৌটি কবাব বানিয়ে ফেলুন বাড়িতেই

বর্ষার মরসুমে পকোড়া-কবাব খেতে বড্ড ইচ্ছে হয়। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়লে সন্ধ্যাবেলায় বানানো জলখাবারে যদি থাকে কবাব, তা হলে বর্ষাটাকে বোধ হয় আরও একটু বেশিই উপভোগ করা যায়। রেস্তরাঁয় গেলেই যে খাবারগুলি আপনার মুখে জল এনে দিতে পারে, তার মধ্যে গলৌটি কবাব অন্যতম। এই দুর্দান্ত পদটি বাড়িতেই ঝটপট বানিয়ে ফেলে আপনার প্রিয়জনের সামনে পরিবেশন করুন।

দেখে নিন কী ভাবে এমন কবাব, যা মুখে দিলেই গলে যাবে।

উপকরণ:

পাঁঠার মাংসের কিমা: ৫০০ গ্রাম
পেঁয়াজ বাটা: ৪ টেবিল চামচ
কাঁচা পেঁপে বাটা: ২ টেবিল চামচ
আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ
লঙ্কার গুঁড়ো: ২ টেবিল চামচ
গলৌটি মশলা (বড় এলাচ, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ, তেজ পাতা, গোলাপ পাঁপড়ি, গোটা জিরে, গোটা ধনে, জায়ত্রির মিশ্রণ, শাজিরে, শামরিচ, কবাব চিনি): ২ টেবিল চামচ
ছাতু: ৫০ গ্রাম
নুন: স্বাদ মতো
গোলাপ জল: ১ টেবিল চামচ
তেল: ২০০ গ্রাম

প্রণালী: প্রথমে মাংস মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়ে আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁপে বাটা, লঙ্কার গুঁড়ো, নুন দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। আধ ঘণ্টার মতো ম্যারিনেট করার পর ওই মাখায় অন্য শুকনো উপকরণগুলি ভাল করে মিশিয়ে মাখতে হবে বেশ খানিক ক্ষণ। এ বার মণ্ডটিকে অন্তত দু'ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। মন্ডটি জমাট বেধে গেলে বার করে নিন। এ বার দু'হাতে তেল মেখে ছোট ছোট গোল্লা বানিয়ে হাতের তালুতে রেখে চ্যাপ্টা করে নিন। এ বার কবাবগুলি অল্প তেলে এ পিঠ, ও পিঠ করে ভেজে নিন। এ বার একটি পাত্রে কবাবগুলি সাজিয়ে দিন। পাত্রের মধ্যে একটি ছোট বাটিতে গরম কয়লা আর লবঙ্গ রেখে তার উপর এক চামচ ঘি ঢেলে দিন। এ বার পাত্রটি ঢাকা দিয়ে মিনিট পাঁচেক রেখে দিন। কবাবের পোড়া গন্ধ আসবে এই ভাবেই। পুদিনার চাটনির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন গলৌটি কবাব।

সকালের কয়েকটি অভ্যাসেই লুকিয়ে আছে দীর্ঘায়ু পাওয়ার রহস্য

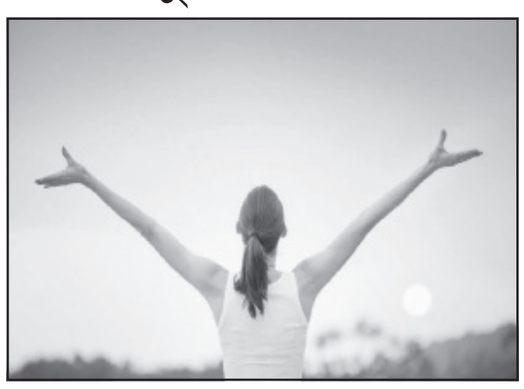

ডায়েট মেনে খাওয়াদাওয়া, নিয়মমাফিক শরীরচর্চা, বাইরের খাবার খাওয়া থেকে দূরে থাকাসুস্থ থাকতে নানা নিয়ম মেনে চলেন অনেকেই। তবু যেন পিছু ছাড়তে চায় না অসুখ-বিসুখ। রোজের জীবন নিয়মে বেঁধেও কম বয়স থেকেই শারীরিক সমস্যা যেন পিছু ছাড়তে চায় না। সে ক্ষেত্রে সুস্থ থাকার অন্য পথ খোঁজাই দস্তুর। তবে তার জন্য নতুন করে কোনও নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। বরং সকালের কয়েকটি অভ্যাসেই লুকিয়ে আছে দীর্ঘায়ু পাওয়ার রহস্য।

বিছানা ছাড়ুন সকাল সকাল

সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারেন না অনেকেই। কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস সুস্থ থাকার অন্যতম চাবিকাঠি বলে জানাচ্ছেন চিকিতকেরা। বরং সকালে ঘুম থেকে ওঠার কারণ খুঁজে বার করুন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস যদি করতে পারেন, দেখবেন সুস্থ থাকা কত সহজ হয়ে গিয়েছে।

জলখাবার খেতে ভুলবেন না

তাড়াহুড়োয় সকালের খাবার না খেয়েই বেরিয়ে পড়েন অনেকে। দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকতে চাইলে প্রথমে এই অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বয়সকালেও শারীরিক ভাবে ফিট থাকবেন কি না, তা নির্ভর করে সকালের খাবার খাওয়ার উপরে। সকালের জলখাবার না খেলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ভিতর থেকে চনমনে থাকতে সকালের খাবার খেতে হবে সময় মতো। সকালে চুমুক দিন কফির কাপে

কফিতে থাকা ক্যাফিন শরীর চনমনে রাখে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাই সকাল সকাল কফির কাপে চুমুক দিতে পারেন। তাতে মন এবং শরীর দুই-ই ফুরফুরে থাকবে। তবে সকালের কফিতে চিনি, দুধ কিংবা ক্রিম না থাকাই শ্রেয়। সাধারণ কালো কফিতেই সুস্থ থাকা সম্ভব।

পুজোর আগে রোগা হতে গ্রি টি খাচ্ছেন নিয়মিত?

ওজন ঝরাতে ইদানীং অনেকেই গ্রিন টি-তে চুমুক দিচ্ছেন। বিপাক হার বাড়িয়ে দ্রুত মেদ ঝরাতে এই চায়ের জুড়ি মেলা ভার। পলিফেনল ও ফ্লাভেনয়েডের মতো অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে পরিপূর্ণ এই চা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ত্বক ও চুলের জন্যও দারুণ উপকারী এই চা।

কিন্তু গ্রিন টি কী ভাবে খাচ্ছেন, তার উপরেই নির্ভর করে এর গুণাগুণ।

অতি লাভার আসায় মাত্রাতিরিক্ত গ্রিন টি যেমন খাওয়া ঠিক না, তেমনই খালি পেটে ঘুম থেকে

উঠেই গ্রিন টি-তে চুমুক দেওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। জেনে নিন গ্রিন টি খাওয়ার সময়ে ঠিক ঠিক কোন কোন নিয়ম মেনে চলতে হবে।

১) অনেকের ধারণা ভরপেট খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রিন টি খেলে বেশি ক্যালোরি ঝরে, এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। প্রোটিন পরিপাক করার জন্য শরীরের একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। সেই সময়টা শরীরকে দিতে হবে। গ্রিন টি এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই খাওয়ার পরে পরেই এই চা খাবেন না।

২) সকালে খালি পেটে গ্রিন টি খাবেন না। খালি পেটে এই চা খেলে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, ফলে হজমে গোলমাল শুরু হয়। তাই সকালে হালকা খাবার খেয়ে তার পরেই এই চা খান।

৩) গ্রিন টি খাওয়ার পরে পরেই ভুলেও কোনও রকম ওষুধ খাবেন না। ওষুধের মধ্যে থাকা রাসায়নিক যৌগ গ্রিন টি-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে বদহজমের কারণ হতে পারে।

৪) অফিসে বেরোনোর সময় তাড়াহুড়োতে গ্রিন টি-তে চুমুক দিলে লাভ হয় না। আয়েশ করে ধীরে ধীরে এই চা খেলে তবেই বিপাক হার বাড়বে।

৫) গ্রিন টি খাওয়ার সময়ে পানীয়ের তাপমাত্রা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। খুব গরম বা একদম ঠান্ডা চা খেলে উপকার পাওয়া যায় না। পুষ্টিবিদরা এই চা খাওয়ার সময়ে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

দুধের সুস্বাদু সব খাবার

গ্যাসে দুধ চাপিয়ে বাড়ির অন্য কাজে মন দিয়েছেন কিংবা অন্যমনস্ক থাকার কারণেও অনেক সময় দুধ পুড়ে যায়। আর দুধ থেকে এক বার পোড়া গন্ধ বেরোতে শুরু করলে সেই দুধ খাওয়া কিংবা তা দিয়ে চা বানানো যায় না। শত চেষ্টা করেও দুধের পোড়া গন্ধ দূর করা সম্ভব নয়। শেষমেশ সেই দুধ

ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করলেই কিন্তু পোড়া দুধ দিয়েই কামাল করা যায়। খুব বেশি পোড়া দুধ নয়, দুধে অনেক সময় হালকা পোড়া গন্ধ পেলেও আমরা ফেলে দিই। জেনে নিন, কী ভাবে কাজে লাগাবেন সেই দুধ। ১) পোড়া দুধ দিয়ে কিন্তু পুডিং কিংবা হালুয়া বানিয়ে ফেলতেই পারেন। হালুয়ায় ঘি পড়ে। যার ফলে দুধের পোড়া গন্ধ কেটে যায়। ক্যারামেল পুডিং বানানোর সময় আমরা চিনি পুড়িয়েই ক্যারামেল তৈরি করি, ফলে পোড়া গন্ধ থাকেই, তাই পুডিংয়ে এই দুধ ব্যবহার করাই যায়। ২) হট চকোলেটও বানিয়ে ফেলতে পারেন পোড়া দুধ দিয়ে। চকোলেটের গন্ধে দুধের পোড়া গন্ধ চাপা পড়ে যায়। তাই বাড়িতে এমন কোনও ঘটনা ঘটলে সেই দুধ ফেলে না দিয়ে হট চকোলেট বানিয়ে ফেলতেই পারেন। ৩) পোড়া দুধ দিয়ে ফ্রিজে জমিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন বরফের কিউব। রাবড়ি কিংবা ফালুদার উপর সেই বরফ পরিবেশন করলে খেতে বেশ লাগবে। ৪) পোড়া দুধ আর একটু ঘন করে নিয়ে খোয়া ক্ষীর বানিয়ে ফেলতে পারেন। খোয়া ক্ষীর দিয়ে পাটিসাপটা থেকে গোলাপজামুন সবই বানিয়ে ফেলতে পারেন। ৫) এই দুধ রান্নাতেও ব্যবহার করতে পারেন। অনেক সময় রান্না ঘন করার সময় আমরা দুধের সর ও ক্রিম ব্যবহার করি। এই ক্ষেত্রে পোড়া দুধ খানিকটা ঘন করে রান্নায় ব্যবহার করলে ততটাও গন্ধ আসে না।

রোজের জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিতে পারে কয়েকটি কাজ

স্কুল-কলেজে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হননি। সেই সুবাদে বহুজাতিক সংস্থায় ভাল বেতনের চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছেন। আপাত ভাবে সফল জীবনে কোনও কিছুরই কমতি নেই। কিন্তু নিজের উন্নতি সাধনে কিছু করছেন কি? কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সামান্য একটু সময় বাঁচলে তা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে কাটাতে চান অনেকেই।

তার পরে আসে নিজের শখ-শৌখিনতার কথা। নিজেকে ভাল রাখার প্রসঙ্গ আসে অনেক পরে। তবে মনোবিদেরা বলছেন, প্রত্যেকের জীবনেই তো পেশাগত, ব্যক্তিগত জটিলতা থাকে। শরীরের সঙ্গে মনের সুস্থতা থাকাও প্রয়োজন। তাই কাজ, পরিবারের বাইরে নিজের মানসিক উন্নতি সাধনে অভ্যাস করা উচিত তিনটি বিষয়।

১) শরীরচর্চা করা

একেবারে অভ্যাস না থাকলে প্রথম দিকে সকালে ঘুম থেকে উঠতে সমস্যা হয়। তবে এক বার রপ্ত হয়ে গেলে তার মধ্যে থেকেই মানসিক শান্তি খুঁজে পান অনেকে। কেউ দৌড়তে ভালবাসেন, কেউ সাঁতার কাটতে, কেউ খেলাধুলো করতে, কেউ আবার জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করতেও ভালবাসেন। যা শুধু শরীর নয়, মনের উন্নতি সাধনের একটি বিকল্প উপায়।

২) নিয়মিত বই পড়া

যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস মস্তিষ্কের ব্যায়াম হিসাবে কাজ করে। একটা বয়সের পর স্মৃতিশক্তি কমতে থাকে।

যোগাসন রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে করলে সকাল শুরু হবে ভাল ভাবে

অফিস এবং ঘরের কাজ একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। তার উপর রাতে ওয়েব সিরিজ না দেখলে আবার ঘুম আসে না। তাই রাতেও ঘুমোতে ঘুমোতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। ফলে পরের দিন সকাল থেকেই ঘিরে ধরে একরাশ ক্লান্তি, কাজে ভুল হওয়া, বাড়তি মানসিক চাপ। তবে নিয়মিত যোগাসন করলে অবশ্য এই সব সমস্যা বশে থাকতে পারে। হজমের সমস্যা থাকলে তা-ও নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে এই অভ্যাসে। তবে ঘুম থেকে উঠে যদি শরীরচর্চা করতে না পারেন, সে ক্ষেত্রে রাতে তো জেগেই থাকেন, খাওয়াদাওয়া করার ঘণ্টা দুয়েক পর তিন যোগাসন কিন্তু সহজেই অভ্যাস করে ফেলতে পারেন।

১) পবনমুক্তাসন

প্রথমে সোজা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে বুকের কাছে এনে দু''হাত দিয়ে চেপে ধরুন। হাঁটু বুক ও পেটের সংস্পর্শে থাকবে। এ ভাবে কিছু ক্ষণ থাকার পর ডান হাঁটু ধীরে ধীরে নামিয়ে বাঁ হাঁটু বুকের কাছে একই ভাবে তুলে আনুন। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এ অবস্থায় কিছু ক্ষণ থাকার পর বাম হাঁটু নামিয়ে নিন। প্রতি দিন নিয়ম করে ৪-৫ মিনিট এই অনুশীলনটি করলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা নিরাময় হবে।

২) ভুজঙ্গাসন

মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার হাতের তালু মেঝের উপর ভর দিয়ে পাঁজরের দুই পাশে রাখুন। এর পর কোমর থেকে পা পর্যন্ত মাটিতে রেখে হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে বাকি শরীরটা ধীরে ধীরে উপরের দিকে তুলুন। এর পর মাথা বেঁকিয়ে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে ২০-৩০ সেকেন্ড থাকার পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যান। প্রথম দিকে এই আসন তিন বার করুন। পরবর্তী কালে ৫-৬ বারও করতে পারেন।

৩) ধনুরাসন

উপুড় করে শুয়ে পড়ুন। তার পর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা যতটা সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে আসুন। এ বার হাত দু''টি পিছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালির উপর শক্ত করে চেপে ধরুন। চেষ্টা করুন পা দু''টি মাথার কাছাকাছি নিয়ে আসতে। এই ভঙ্গিতে মেঝে থেকে বুক, হাঁটু ও উরু উঠে আসবে। তলপেট ও পেট মেঝেতে রেখে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড থাকুন। তার পর পূর্বের ভঙ্গিতে ফিরে যান। এই আসন বার তিনেক করতে পারেন।

ত্বকের ধরন বুঝে বাড়িতেই তৈরি করুন নিজের মেকআপ রিমুভার

কোথাও যাওয়ার আগে যত্ন করে ধাপে ধাপে মেকআপ করেন। বাড়ি ফিরে মেকআপ তোলার সময়েও যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়। বাজারে তো নানা সংস্থার দামি মেকআপ রিমুভার পাওয়া যায়। কিন্তু কোন ত্বকের জন্যে কোনটি ভাল, বুঝতে পারেন না। অনেকে আবার রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী ব্যবহার করতে পছন্দ করেন না। কারণ, মেকআপ তোলার পর ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক হয়ে পড়ে। ত্বকের স্বাভাবিক তৈলাক্ত ভাব নষ্ট হয়ে যায়। তবে ঘরোয়া এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা ব্যবহারে ত্বকে পিএইচের মাত্রাও বজায় থাকে, আবার ত্বকের ছোট ছোট ছিদ্রে ঢুকে থাকা মেকআপের অবশিষ্টাংশও উঠে আসে সহজে। কোন কোন উপাদানে তৈরি হতে পারে মেকআপ রিমুভার, নীচে রইল তারই খোঁজ।

মধু ১ টেবিল চামচ মধুর সঙ্গে ১ চা চামচ জল ভাল করে মিশিয়ে নিন। একটু ঘন মিশ্রণটি মুখে মেখে নিন। ৫ থেকে ১০ মিনিট পর ঈষদুষ্ণ জলে নরম কাপড় ভিজিয়ে মেকআপ তুলে ফেলুন। স্পর্শকাতর ত্বকের জন্যে নিরাপদ এই রিমুভার।

তেল ১ চা চামচ ক্যাস্টর অয়েল, ২ চা চামচ অলিভ অয়েল ভাল করে মিশিয়ে নিন। শুষ্ক ত্বকে মেখে রাখুন ২-৩ মিনিট। হালকা গরম জলে নরম সুতির কাপড় ভিজিয়ে মুছে ফেলুন মেকআপ।

শিশুদের শ্যাম্পু ১ টেবিল চামচ বেবি শ্যাম্পু, ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল এবং ৫০ মিলিলিটার জল এক সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার তুলোর বলে এই মিশ্রণ নিয়ে মুখের মেকআপ তুলে ফেলুন।

চুলের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে সিরাম

বাজারে নানা সংস্থার শ্যাম্পু, তেল, কন্ডিশনারের ছড়াছড়ি। একে একে অনেক কিছু ব্যবহার করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সমস্যা আর যাচ্ছে কই! সেই চুল পড়া, সেই খুশকি, সেই চুলের ডগা ফাটা, জট সমস্যা যে কে সেই। এত কিছু ব্যবহার করেও চুলের স্বাস্থ্য ফেরেনি? বরং চুল ঝরার পরিমাণ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে হাওয়ার চুল উড়ে গেলেই মাথার ত্বক দেখা যাচ্ছে।

সমাধানে চুলের হাল ধরতে পারে তিন ঘরোয়া সিরাম। তবে চুলে সিরাম ব্যবহার করা হয় সাধারণত চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখতে। চুলের রুক্ষ্ম ভাব দূর করতে। কেঁকড়ানো চুল বশে এনে নানা কায়দা করতেও সাহায্য করে হেয়ার সিরাম। চুলের রুক্ষতা, বিবর্ণ ভাব, ডগা ফাটার মতো সমস্যাও দূর করে। তবে এই সিরাম যে নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে তা হয়তো অনেকেই জানেন না। সাধারণ কিছু ঘরোয়া উপাদানেই বানিয়ে ফেলতে পারেন এই সিরাম। ১) ক্যাস্টর অয়েল এবং নারকেল তেল

উপকরণ: ক্যাস্টর অয়েল: ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল: ২ টেবিল চামচ রোজমেরি এসেনশিয়াল অয়েল: ৫-৭ ফোঁটা পদ্ধতি: সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে মেখে রেখে দিন এই সিরাম। তেল মাখতে সমস্যা না থাকলে সারা রাত রেখেও দিতে পারেন। পরের দিন হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। ২) অ্যালো ভেরা এবং হোহোবা অয়েল উপকরণ: অ্যালো ভেরা জেল: ৩ টেবিল চামচ হোহোবা অয়েল: ১ টেবিল চামচ ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল: ৫-৭ ফোঁটা

পদ্ধতি: সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে মেখে রেখে দিন এই সিরাম। তার পর হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। ৩) পেঁয়াজের রস এবং অলিভ অয়েল উপকরণ: পেঁয়াজের রস: ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল: ২ টেবিল চামচ মধু: ১ চা চামচ

পদ্ধতি: সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে মেখে রেখে দিন এই সিরাম। তেল মাখতে সমস্যা না থাকলে সারা রাত রেখেও দিতে পারেন। পরের দিন হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে ৫৮; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৬৩ জন, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ৫০০-র ঊর্ধ্বে রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যাও, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৮ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৫৩১ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০২৯।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫, ৪১৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ৩২,৪৮৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৬৯,৪৭০-তে পৌঁছেছে।

মাতৃভাষা উন্নতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি : শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জাতীয় হিন্দি দিবসের অভিনন্দন জানিয়েছেন। আজ হিন্দি দিবস। আজ ১৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় হিন্দি দিবস সারা দেশে উদযাপন করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চৌহান মাতৃভাষাকে অগ্রগতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান এক্স-এর মাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন, জাতীয় হিন্দি দিবসে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা! মাতৃভাষা উন্নতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আমি বিশ্বাস করি একজন ব্যক্তি তার চিন্তাভাবনা তাঁর নিজের ভাষায় সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ করতে পারে। শিশুদের স্বপ্নের পথে ইংরেজি যাতে কোনওভাবেই বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায় তা নিশ্চিত করতে আমরা মধ্যপ্রদেশে হিন্দিতে চিকিৎসা ও প্রকৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু করেছি। আমার ছেলে-মেয়েরা, তোমরা বড় স্বপ্ন দেখো এবং তা সত্যি কর, আমার শুভকামনা সবসময় তোমাদের সঙ্গে রয়েছে।

শুক্রবার শিলিগুড়ি আসছেন অমিত শাহ, এক রাত কাটিয়ে যাবেন বিহারে

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এক রাতের জন্য শিলিগুড়িতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে তিনি শিলিগুড়িতে আসবেন এবং শনিবার সকালে এখান থেকে চলে যাবেন বিহারের ঝঞ্ঝারপুরে। ওই দিন সেখানে একটি জনসভায় তাঁর বক্তব্য রাখার কথা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিলিগুড়ির দাগাপুরের একটি টি রিসোর্টে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। যার জন্য রিসোর্টটি কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের তরফে দু'টি বুলেট প্রুফ গাড়ি তৈরি রাখা হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল শুক্রবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে কী হচ্ছে সে বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত কেন্দ্রের : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কেন্দ্রকে দুষলেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রকে আক্রমণ করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে কী হচ্ছে সে বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত কেন্দ্রের। সঞ্জয় রাউতের কথায়, 'গতকাল যখন বিজেপি নেতারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওপর ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করছিলেন, একই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরে একটি এনকাউন্টারে তিনজন সিনিয়র অফিসার নিহত হয়েছেন। সেখানে নির্বাচন হচ্ছে না, তাই জম্মু ও কাশ্মীরে আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। একদিকে আপনারা (বিজেপি) পিওকে অধিগ্রহণের কথা বলছেন, আর অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে ভারত।'

সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'আমরা (আইএনডিআইএ জোট) ব্যর্থ হব নাকি সফল হব, সেটা আমরা দেখব, জম্মু ও কাশ্মীরে কী ঘটছে সেদিকে আপনাদের (কেন্দ্র) মনোযোগ দেওয়া দরকার। এটা ২০২৪ সালে পরিষ্কার হবে, কে সফল হতে চলেছে এবং কারা ব্যর্থ হতে চলেছে।' সংসদের আসন্ন বিশেষ অধিবেশন প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'এই সরকার আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু লুকাচ্ছে। ১৮-২২ সেপ্টেম্বর এই অধিবেশন হবে, এই ৫ দিন পরে তাঁদের আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে এবং তাঁরা নির্বাচন কমিশন বা বিচার ব্যবস্থা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় কিনা তা পরিষ্কার হবে। তাঁদের সংসদের মাধ্যমে দেশে স্বৈরাচারকে টেবিলে আনতে চায়।'

দক্ষিণ ধুপঝোরায় ১৫ ফুটের অজগর উদ্ধার, স্পর্শ করে দেখলেন অভিনেতা সোহম

চালসা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাতসকালে জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ ধুপঝোরার একটি রিসোর্টে ১৫ ফুটের অজগর উদ্ধার হল। অজগরটিকে স্পর্শ করে দেখেন অভিনেতা তথা রাজনৈতিক সোহম চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সকালে ওই রিসর্টের কর্মীরা প্রথম অজগরটিকে দেখতে পান। রিসর্টের পাশে থাকা চা বাগান থেকে অজগরটি সেখানে চলে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া রিসর্টের পাশেই রয়েছে গরুমারা জঙ্গল। ওই রিসর্টেই 'প্রধান' সিনেমার শুটিংয়ের জন্য রাত্রিযাপন করছেন অভিনেতা দেব, সোহম সহ অন্যরা।

এদিন অজগরের খবর চাউর হতেই সোহম সেখানে এসে অজগরটিকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেন। নিজ চোখে এত কাছ থেকে অজগর দেখে উচ্ছ্বসিত অভিনেতা। খবর পেয়ে ধুপঝোরা বিট অফিস থেকে বনকর্মীরা সেখানে যান। বনকর্মীরা অজগরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। পরে সেটিকে গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

হিন্দি ভাষা জাতীয় ঐক্য ও সদিচ্ছার বন্ধনকে মজবুত করতে থাকবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সমস্ত দেশবাসীকে হিন্দি দিবসের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী আশা ব্যক্ত করেছেন, 'হিন্দি ভাষা জাতীয় ঐক্য ও সদিচ্ছার বন্ধনকে মজবুত করতে থাকবে।' ১৪ সেপ্টেম্বর দিনটি হিন্দি দিবস হিসেবে পালিত হয়। হিন্দি ভাষার প্রসার, প্রচার ও চর্চা করাই এই দিনটির মূল উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে (সাবেক টুইটার) জানিয়েছেন, 'আমার সমস্ত পরিবারবর্গকে হিন্দি দিবসের হার্দিক শুভেচ্ছা। হিন্দি ভাষা জাতীয় ঐক্য ও সদিচ্ছার বন্ধনকে মজবুত করতে থাকবে, এটাই আমার কামনা।'

ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে পাটনায়, রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ডের ব্যবস্থা সমস্ত হাসপাতালে

পাটনা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমশই বাড়ছে বিহারের রাজধানী পাটনায়। বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই, পৃথক ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য কমিটির ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ বিবেক সিং বলেছেন, 'বর্ষার মরশুমে সাধারণত ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যায়... পাটনায় ডেঙ্গু রোগীদের জন্য সমস্ত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্থানীয় হাসপাতালে একটি বিশেষ ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই। সাধারণত রোগীরা চিকিৎসা শুরু করার পর ২-৩ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়।'

পুজো নিয়ে দ্বৈরথ দুই বিজেপি শিবিরে

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি স)। এবার বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে পুজোর থিম চুরি অভিযোগ তুললেন অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী। প্রথমে নাম না-করে পরে নাম করেই বিজেপি নেতা তথা কলকাতার কাউন্সিলর সজল ঘোষের বিরুদ্ধে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার এবছরের পুজোর ভাবনা "হাইজ্যাক" করার অভিযোগ করলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার এই বছরের পুজোর ভাবনা ভগবান রামের "অকাল বোধন"। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বলেন, 'আমরা এবছর ঠিক করেছিলাম অযোধ্যার রামমন্দিরের ভাবনায় পুজো করব। কারণ আমরা চেয়েছিলাম যে মানুষ জানুক অখিল ভারত হিন্দু মহাসভাই প্রথম অযোধ্যার রামমন্দির ইস্যুকে সামনে আনে। তাছাড়া এই মামলায় তিন আবেদনকারীর মধ্যে আমরাই অন্যতম সেটাও সবার জানা দরকার। এই বিষয়টি প্রমাণ করতে যে যে তথ্য প্রয়োজন তা রয়েছে আমাদের কাছে।'

চন্দ্রচূড় যে দাবিই করুন, অকাল বোধন পুজো কলকাতায় অবশ্য আগে একাধিক হয়েছে।

অন্যদিকে, এ নিয়ে বিতর্ক উড়িয়ে দিয়েছেন সজল। তিনি বলেন, 'দুর্গাপুজোয় কলকাতায় আরও ১০টা রামমন্দির হচ্ছে। আমি ওঁকে চিনি না। উনি কোথায় পুজো করেন তাও জানি না। কলকাতার মোড়ে মোড়ে অনেক পুজো হয়। তার সঙ্গে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের তুলনা হয় না। আসলে নিজেরা প্রচার পাওয়ার জন্য আমাদের নাম আনছে । এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

পুকুরে ডুবে মৃত্যু ছাত্রের, শিক্ষকদের আটকে রেখে মারধর নিহতের পরিবারের

কলকাতা,১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্কুলে ফুটবল খেলার পর পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বিপত্তি। জলে ডুবে প্রাণ গেল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের। দুঃসংবাদ পাওয়ার পরই উত্তেজিত হয়ে পড়েন পড়ুয়ার পরিবারের লোকজন। স্কুলের ভিতর শিক্ষকদের আটকে রেখে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

নিহত সৌভিক বেরা, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের খাঞ্জাপুর ইউনিয়ন হাইস্কুলের পড়ুয়া। বুধবার স্কুল ছুটির পর ফুটবল ম্যাচের চলছিল। তাতেই অংশ নেয় সৌভিক। খেলাধূলার পর পুকুরে স্নান করতে নামে। সেই সময় পুকুরে তলিয়ে যায়। এদিকে, সন্ধে গড়িয়ে গেলেও ছেলে বাড়ি না ফেরায় দুশ্চিন্তা করতে থাকেন বাবা-মা। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। স্কুলে পৌঁছন সকলে। তবে তাঁরা দেখেন স্কুল তালাবন্ধ। স্কুলের গেটে আশ্চর্যজনকভাবে সৌভিকের ব্যাগ দেখতে পাওয়া যায়। তাতেই সকলে অনুমান করেন, স্কুলের আশেপাশেই রয়েছে সৌভিক। খুঁজতে খুঁজতে স্কুল লাগোয়া পুকুরের কাছে যান প্রত্যেকে। সেখান থেকেই রাতে সৌভিকের দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপরই উত্তেজিত হয়ে পড়েন সৌভিক পরিজন-প্রতিবেশীরা। উত্তেজিত জনতা শিক্ষকদের উপর চড়াও হয়। তাঁদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দাসপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ক্ষুব্ধ জনতাকে সঠিক তদন্তের আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়।

উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র দুর্গাপুর, সিআইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দুর্গাপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে বৃহস্পতিবার রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে দুর্গাপুরের একাংশ। সিআইএসএফের বিরুদ্ধে লাঠি চালানোর অভিযোগ ওঠে। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা এলাকায় দেখা দেয়। জুলাই মাসের শেষে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বা ডিএসপি) তাদের জমিতে থাকা দখলদারদের উচ্ছেদের নোটিস জারি করে। তার পর থেকেই দাবি উঠতে থাকে পুনর্বাসনের। বৃহস্পতিবার সকালে ডিএসপি তামলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সীমানা প্রাচীর দেওয়ার আগে ভূমিপুজোর আয়োজন করে। সেই উপলক্ষ্যে সংস্থার কর্মীরা এলাকায় প্রবেশ করতেই উত্তেজনা ছড়ায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবি তুলতে থাকেন। এর পরেই সিআইএসএফের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। বচসা গড়ায় ধস্তাধস্তিতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, লাঠির ঘায়ে বেশ কয়েক জন রক্তাক্ত হয়েছেন। এর প্রতিবাদে গাছের গুড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ করেন বাসিন্দারা। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

কাঁকসা পুলিশের এসিপি সুমন জয়সওয়াল বলেন, "আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে ডিএসপি কাউকে না জানিয়ে ভূমিপুজো করতে এসে ঠিক করেনি।"

যদিও প্রশ্ন উঠেছে, দখলদারদের কেন মদত দেওয়া হবে। জবরদখলখারীকে কেউ কখনও মুচলেখা দেয় না উচ্ছেদ করা হলে তাকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। আর কোনও আইনে লেখা নেই বলপূর্বক যারা দখল করে আছে, তাদের উচ্ছেদের আগে জানাতে হবে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

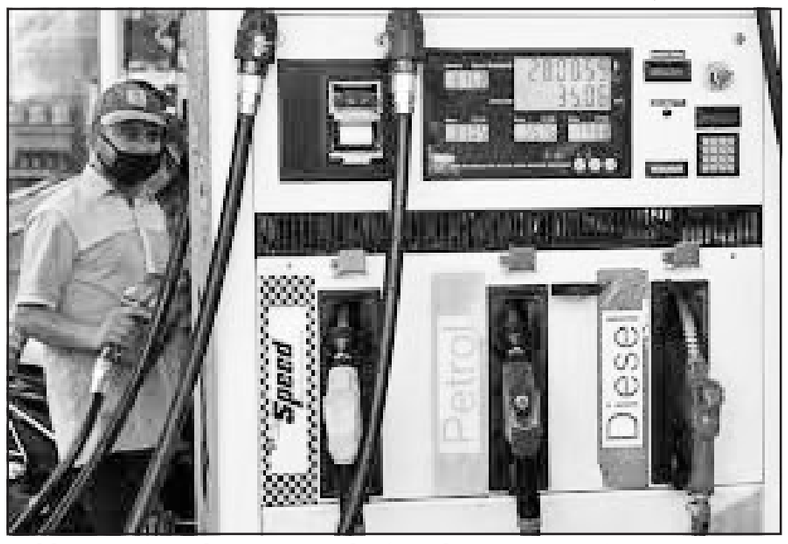

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৩ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৯ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার থামছেই না; লিবিয়ায় বন্যায় ৬-হাজার ছাড়িয়ে গেল মৃত্যুর সংখ্যা, নিখোঁজ বহু মানুষ

ত্রিপোলি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): যেদিকে চোখ যায় শুধুই ধ্বংসলীলা, থামছে না মৃতদেহ উদ্ধার। ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ, কাদাজল, রাস্তাঘাটে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। লিবিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে সে দেশের সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় শহর ডারনা থেকে ত্রাণ এবং উদ্ধারকারী দল আরও মৃতদেহ উদ্ধার করছেন। ফলে মৃতের সংখ্যা আরো বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ত্রিপোলির স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অবর সচিব সাদেদিন আবদুল ওয়াকিল মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মতে, বন্যা কবলিত এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার মানুষ গৃহহীন। এখনও নিখোঁজ কমপক্ষে ১০ হাজার মানুষ।

গত ৪ সেপ্টেম্বর গ্রিসের উপকূলে ভূমধ্যসাগরের উপর তৈরি হয়েছিল ঝড় 'ড্যানিয়েল'। এর ফলে ৫ এবং ৬ সেপ্টেম্বর গ্রিসে রেকর্ড বৃষ্টিপাত ঘটে। গ্রিসের জাগোরা গ্রামের একটি অংশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৭৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। যা প্রায় ১৮ মাসের বৃষ্টিপাতের সমতুল্য। থেসালি, মধ্য গ্রিসের অনেক অংশে ২৪ ঘণ্টায় ৪০০ থেকে ৬০০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। প্রবল বৃষ্টির ফলে গ্রিসে ১৫ জনের প্রাণহানি হয়। 'ড্যানিয়েল' ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে লিবিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমে 'মেডিকেন' (মেডিটেরানিয়ান হারিকেন)-এ পরিণত হয়। 'মেডিকেন'-এ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং মধ্য-অক্ষাংশের ঝড়ের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই ঝড় সাধারণত সেপ্টেম্বর এবং জানুয়ারির মধ্যে তৈরি হয়। লিবিয়ার জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র জানিয়েছে, ১০ সেপ্টেম্বর তীব্রতর হয় 'ড্যানিয়েল'। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে ১৫০ থেকে ২৪০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে হড়পা বানের সৃষ্টি হয়েছে। সব চেয়ে বেশি হয়েছে লিবিয়ার আল-বায়দাতে। সেখানে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় ৪০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

গত রবিবার ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে 'ড্যানিয়েল' আছড়ে পড়ে লিবিয়ার উপকূলে। 'ড্যানিয়েল'-এর তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে আল-বায়দা, আল-মার্জ, তোবরুক, বাতাহ-র মতো বেশ কিছু শহর। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ডারনা এবং বেনগাজির। প্রবল বৃষ্টি এবং হড়পা বানের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে লিবিয়ার শহর ডারনা।

ডারনায় বেশ কয়েকটি নদীবাঁধ রয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে তিনটি বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় জলের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে একেবারে সমুদ্রে নিয়ে ফেলেছে বহু বসতি। আর তার জেরেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ হয়েছেন হাজারো মানুষ।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের ভাষার বৈচিত্র্যকে একত্রিত করার নাম হিন্দি : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সমস্ত দেশবাসীকে হিন্দি দিবসের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। হিন্দি দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায় বৃহস্পতিবার অমিত শাহ বলেছেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের ভাষার বৈচিত্র্যকে একত্রিত করার নাম হিন্দি।' অমিত শাহ বলেছেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে এখনও পর্যন্ত, হিন্দি দেশকে একত্রিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।'

প্রতি বছর ১৪ সেপ্টেম্বর দিনটি হিন্দি দিবস হিসেবে পালিত হয়। হিন্দি ভাষার প্রচার ও প্রসারই এই দিনটি উদযাপনের মূল লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন এক ভিডিও বার্তায় আরও বলেছেন, 'রাষ্ট্রসঙ্ঘেও হিন্দি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছে ভারত... তৃতীয় ""অখিল ভারতীয় রাজভাষা সম্মেলন"" এই বছর পুনেতে আয়োজন করা হবে।'

কোকেরনাগে দ্বিতীয় দিনে পড়ল এনকাউন্টার, দুই সন্ত্রাসীকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী

শ্রীনগর, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগে দ্বিতীয় দিনে পড়ল এনকাউন্টার। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে গুলির লড়াই। গারুল গ্রাম সংলগ্ন বনাঞ্চলে দুই জঙ্গিকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। আকাশপথেও চলছে নজরদারি। জঙ্গিরা যাতে কোনওভাবে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সুরক্ষা বাহিনী।

এর আগে বুধবারই কোকেরনাগে জঙ্গিদের হামলায় প্রাণ হারান দু""জন সেনা অফিসার ও একজন পুলিশ অফিসার। নিহত জওয়ানরা হলেন-কর্নেল মনপ্রীত সিং, মেজর আশিষ ধোনাক ও ডিএসপি হুমায়ুন ভাট। জঙ্গিদের গুলিতে ৩ জনই গুরুতর জখম হয়েছিলেন, পরে তাঁরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

করিমগঞ্জের গোল্ড সিনেমা হল-এ জওয়ান প্রদর্শনে বিচ্যুতি, ধুন্ধুমার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চলতি মাসের ৭ তারিখ মুক্তি পেয়েছে শাহরুখ খান অভিনীত জওয়ান। মুক্তির পর সর্বত্রই উৎসবের মেজাজে ছবিটি উপভোগ করছেন দর্শকরা। মাল্টিপ্লেক্স থেকে শুরু করে সিঙ্গল স্ক্রিন, তিল ধারণের জায়গা নেই কোথাও। দক্ষিণ ভারতীয় পরিচালক অ্যাটলি কুমার পরিচালিত জওয়ান চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোনও। হিন্দি ছাড়াও তামিল ও তেলুগু ভাষায়ও মুক্তি পেয়েছে শাহরুখ-দীপিকার জওয়ান। এক কথায় শাহরুখের ছবি নিয়ে উচ্ছ্বসিত কিং খানভক্তরা। কিন্তু শনির দশা যেন কাটছেই না করিমগঞ্জের গোল্ড ডিজিটাল সিনেমা হল-এ। গোটা দেশের সঙ্গে জওয়ান জ্বরে সীমান্ত শহর করিমগঞ্জ যখন কাবু, তখন হল-এ সিনেমা প্রদর্শনের সময় একের পর এক যান্ত্রিক বিচ্যুতির ঘটনা ঘটে চেছে। বলিউডের বক্স অফিস কাঁপিয়ে কিং খান বাদশা অভিনীত জওয়ান হিন্দি মুভি দেখতে দেশের প্রান্তিক শহরে প্রতিদিনই উৎসুক জনতার ভিড় জমছে। কিন্তু টিকেট ক্রয় করে বড় পর্দায় মুভি দেখতে এসে চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে দর্শকদের। যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন প্রায় প্রতিদিনই অসংগতি দেখা দেয় করিমগঞ্জ গোল্ড সিনেমা হল-এ। মুভি চলাকালীন বিসংগতি ধরা পড়লে প্রায় সময় আধ ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয় প্রদর্শন। বুধবার রাতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। নগদ টাকা দিয়ে টিকেট ক্রয় করে সিনেমা দেখতে এসে হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দর্শকদের মধ্যে।জানা গেছে, বুধবার রাতে হল ভর্তি দর্শক থাকাকালীন নির্ধারিত সময়ে শুরু হয় মুভি 'জওয়ান'। কিন্তু সেই আগের মতো কিছু সময় যেতে না-যেতেই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে বন্ধ হয়ে পড়ে মুভি প্রদর্শন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দর্শকদের কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরও সমস্যার সমাধান না হলে দর্শকদের চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একাংশ দর্শক রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে হল-এর পর্দায় জলের বোতল, খাবারের প্যাকেট ছুঁড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। সিনেমা হল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগড়ে দেন অনেকে। এমন-কি টিকিটের মূল্য ফেরত নিতে চাইলে কাউন্টার ছেড়ে গা ঢাকা দেন টিকিট মাস্টার। এর পর প্রতিবাদী দর্শক এক হয়ে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তুলেন।খবর পেয়ে ছুটে আসে করিমগঞ্জ সদর পুলিশের এক দল। অবস্থা বেগতিক দেখে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে রাতে দর্শকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় টিকিটের মূল্য। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছু সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আসে।দর্শকদের মধ্যে অনেকে জানান, এ রকম ঘটনা এই প্রথম নয়। প্রায় সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও সদুত্তর দেওয়া হয় না। ফিরিয়ে দেওয়া হয় না টিকিট-মূল্যও। এবার জোরালো প্রতিবাদ করায় অবশ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে টিকিটের মূল্য।দিকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ ব্যাপারে বিবৃতি জারি করে করিমগঞ্জ গোল্ড ডিজিটাল সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ। কারিগরি বিসংগতি সহ বিশেষ কারণে আগামী এক সপ্তাহের জন্য হল-এর সব ধরনের শো বাতিল করা হয়েছে বলে বিবৃতিযোগে জানানো হয়ে।

ডিওয়াইএফআই

● প্রথম পাতার পর

ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, ২০২১ সালের আগস্ট মাসে জেআরবিটি গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ২ বছর অতিক্রান্ত হলেও ফলাফল প্রকাশ নিয়ে তালবাহানা করছিল দপ্তর। বিভিন্নভাবে এই ফলাফলের জন্য আন্দোলন করেছে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই , টিএসএফ। শেষ পর্যন্ত এই ফলাফল ঘোষণা হলেও গ্রুপ-ডি এর ফলাফল এখনো বাকি। তিনি আরও বলেন, যে একটি সুত্র মারফত খবর রয়েছে রাজ্যে এই জেআরবিটি এর নিয়োগে নাকি ৪০ শতাংশ বহিরাজ্যের। যদিও এই বিষয়ে কোনো প্রমান তার কাছে নেই বলে জানিয়েছেন পলাশ ভৌমিক। তিনি বলেন, রাজ্যের বেকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হলেই খুশি তারা। তবে তা অবশ্যই স্বচ্ছভাবে হতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তিরবাজারে স্বসহায়ক দলের সঙ্গে মতবিনিময় কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কৌশল কিশোর আজ শান্তিরবাজার মহকুমার মুকুট অডিটোরিয়ামে স্বসহায়ক দলের সদস্য সদস্যাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তিরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপা বৈদ্য, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজ ভাহিদ এ প্রমুখ। শান্তিরবাজার পুরপরিষদ এলাকার ১১১টি স্বসহায়ক দলের সদস্য সদস্যাগণ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহিলারা স্বনির্ভর হলে পরিবারও স্বনির্ভর হয়। পরিবার স্বনির্ভর হলে রাজ্য ও দেশ স্বনির্ভর হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের ডাক দিয়েছেন। তাই মহিলাদের স্বশক্তিকরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার দিশায় কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। খেলনা, কুটির শিল্পের জিনিস তৈরি, পশুপালন, হাঁস, মোরগ পালন, মৌমাছি পালন, আচার তৈরি, মোমবাতি তৈরি ইত্যাদি নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, শৌচালয় এমন কি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত মহিলাদের নামে খোলা হচ্ছে। আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ করার কর্মযজ্ঞ চলছে। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কৌশল কিশোর বলেন, নেশামুক্ত পরিবার গঠনে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য। এরপর কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শান্তিরবাজারে একটি ভেণ্ডিং জোন পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কৌশল কিশোর আজ বিকালে মুকুট অডিটোরিয়ামে এলে স্বসহায়ক দলের সদস্য সদস্যারা তাকে কুটির শিল্প সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ প্রাচ্য ভারতী স্কুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবার উদ্যোগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। নেশার বিরুদ্ধে জনগনকে সচেতনতা করার জন্য প্রাচ্য ভারতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এক সচেতনামূলক রেলির আয়োজন করা হয়। স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে রেলিটি শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় স্কুলে এসে শেষ হয় রেলিটি। রেলিতে অংশ গ্রহন করেন স্কুলের ছাএ-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অভিভাবকরা। এদিন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুবীর দেববর্মা জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একদিন এইধরনের সচেতনতামূলক ক্লাস করান শিক্ষক শিক্ষিকারা। এরই অঙ্গ হিসেবে এদিন এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন এই সচেতনতামূলক কর্মসূচীতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল দ্বন্দ্বে রাজ্যপালের পাশেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল দ্বন্দ্ব চরমে। এরই মাঝে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বললেন, "উপাচার্য নিয়োগের অধিকার রাজ্যপালের রয়েছে। শিক্ষায় নাক না গলিয়ে রাজ্য নিজেদের দায়িত্ব পালন করুক।"রাজ্যের সঙ্গে কোনও পরামর্শ ছাড়া একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। যা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতেও জড়িয়েছেন তিনি। জল গড়িয়েছিল আদালতে। রায় গিয়েছে রাজ্যপালের পক্ষেই। তা সত্ত্বেও রাজ্যপালের উপাচার্য নিয়োগ মানতে রাজি নয় রাজ্য।

নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এমনকী শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও সরাসরি সি ভি আনন্দ বোসকে নিশানা করেছিলেন। প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁর এক্তিয়ার নিয়ে। বঙ্গসফরে এসে এবার উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের পাশে দাঁড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।কলকাতায় দলীয় কিছু কাজে এসেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ইউজিসি-র নিয়ম অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের দায়িত্ব থাকার কথা নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে। রাজ্যপাল নিরপেক্ষ পদ। ওনার উপাচার্য নিয়োগের এক্তিয়ার রয়েছে। আর রাজ্যপাল নিরপেক্ষ ভূমিকাই পালন করছেন। পাশাপাশি রাজ্যকেও নিশানা করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, "শিক্ষায় নাক গলিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করুক রাজ্য।"

কেলেঙ্কারির অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা সমস্যা সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।যে ভাবে গ্রামের ল্যান্ডলাইট হচ্ছে তাতে যে কোন সময়ই সম্পুর্ন গ্রামই তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিকে সিংলুম - ভাংমুন রাস্তা নির্মানের নামে নজির বিহীন কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠেছে। দীর্ঘ অভিযোগের পর প্রশাসন থেকে ঐ রাস্তার নির্মাণ কাজ সরজমিনে তদন্ত করে নির্মাণ সংস্থা জে এস আরের কাজ বন্ধ করেছে বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ কেন্দ্রীয় সংস্থা এন এস আইডি সি এলের নির্মাণ সংস্থা নতুন রাস্তা নির্মাণের নামে গোটা রাস্তার বারোটা বাঁজিয়ে দিয়েছে এই বহিরাজ্যের নির্মান সংস্থা। নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ ভাংমুন সরকারি জায়গায় পাথর ভাঙার থ্রেসার মেশিন বসিয়ে পরিবেশ নষ্ট করছে। এছাড়া কোটি কোটি টাকার নির্মাণ কাজ হলেও কাজের পাশে কোথাও কোন সাইনবোর্ড নেই। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন না কাজটির বরাদ্দ কত। এছাড়া সরকারি চুক্তি মতে যে কোয়ালিটির রড সিমেন্ট পাথরের চিপস ব্যবহার করার কথা তা ব্যবহার করা হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে সড়ক নির্মাণে ম্যাচুয়াট পাথর ব্যবহারের বদলে মিজোরামের নিম্নমানের পাথর ব্যবহার করছে নির্মাণ সংস্থা।ফলে যে কোন সময় সড়কটি ভেঙ্গে পড়তে পারে। অথচ এই কাজের সুপারভিশন করছে ভারত সরকারের রোড এন্ড ট্রেন্সপোর্ট সংস্থা বা এন এইচ আই ডি সি এল।ফলে অভিযোগ উঠেছে এন এইচ আই ডি সি এলের নজরধারীর মধ্যেই এই নিম্নমানের কাজ চলছে।

কৃষক সভার সভা

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ করা হয়। আজকের সভায় সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন বিজয় কুমার, ইপি জয়রামন, এবং ত্রিপুরা রাবার উৎপাদক সমিতির সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ।

অভিযোগ

● আটের পাতার পর

সময়ের মধ্যে খুচরা বাজারে চালের অত্যাধিক দাম বৃদ্ধি নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। দাবি উঠেছে এই বিষয়েও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুক প্রশাসন। আজকের অভিযানে অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ডিসিএম অঞ্জন কুমার দাস, খাদ্য দপ্তরের এসডিসি শুভঙ্কর চৌধুরী, ফুড ইন্সপেক্টর ভুট্টু দেববর্মা প্রমুখ।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় মণ্ডপ আর না বাড়ানোর অনুরোধ, আসাদুজ্জামান খান কামালের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স): স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন, বাংলাদেশে গত বছর (২০২২সালে) দুর্গাপূজায় মণ্ডপ ছিল ৩২ হাজার ১৬৮টি। এ বছর (২০২৩) সালে এ পর্যন্ত মোট পূজামণ্ডপের সংখ্যা ৩২ হাজার ৪০৭টি। এ বছর বেড়েছে ২৩৯টি পূজা মণ্ডপ। এটা যাতে আর না বাড়ে সেজন্য পূজা উদযাপন পরিষদের নেতাদের অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ এখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার একটা বিষয় রয়েছে।বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, পূজার সময়ে প্রায় বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সেসব যাতে আর না হয় সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সব পক্ষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পূজা উদযাপন পরিষদ কর্তৃপক্ষ সারা দেশের স্বেচ্ছাসেবক রাখবে। অন্যদিকে সারাদেশে প্রায় দুই লাখ আনসার মোতায়েন করা হবে পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তায়। ৯৯৯ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখবে।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পূজা মণ্ডপগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি আইপি ক্যামেরা বসানোর জন্য বলা হয়েছে। সীমান্তে বিজিবি, উপকূলীয় এলাকায় কোস্টগার্ড, নৌপুলিশ সতর্ক থাকবে। অগ্নি দুর্ঘটনা মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিস সতর্ক থাকবে। সারাদেশে জেলা উপজেলায় পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থাকবে।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় যাতে কেউ গুজব ছড়িয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক থাকবে।

আর্থিক প্রতারণা মামলায় বলিউড অভিনেতা গোবিন্দাকে জেরা করবে পুলিশ

ভুবনেশ্বর, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পুলিশি জেরার মুখে বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা। আর্থিক প্রতারণা মামলায় তাকে জেরা করবে ওডিশা পুলিশ। ওডিশার অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার তরফে বলা হয়েছে, দেশ জুড়ে ১,০০০ কোটি টাকার অনলাইন পঞ্জি কেলেঙ্কারি তদন্তের বিষয়ে গোবিন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন দেশে ক্রিপ্টো কারেন্সিতে বিনিয়োগের আড়ালে কেলেঙ্কারির জাল বিছিয়েছে সোলার টেকনো অ্যালায়েন্স নামে এক সংস্থা। এই সংস্থার হয়েই বেশ কয়েকটি প্রচারমূলক ভিডিয়োয় অংশ নিয়েছেন গোবিন্দা। সেই ভিডিয়োগুলিতে তিনি সংস্থার কার্যক্রমকে সমর্থন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। সেকারণেই অভিনেতাকে জেরা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার অফিসার জেএন পঙ্কজ জানিয়েছেন, 'খুব শীঘ্রই ওডিশা পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার একটি দল মুম্বইয়ে যাবে। গোবিন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তারা। সোলার টেকনো অ্যালায়েন্স সংস্থার হয়ে শুধু প্রচারমূলক ভিডিয়োয় অংশই নেননি, গত জুলাই মাসে গোয়াতে সংস্থার এক বড় অনুষ্ঠানেও গোবিন্দা যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে, এই কেলেঙ্কারির তদন্তে গোবিন্দা এখনও পর্যন্ত সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত নন বলে স্পষ্ট করেছে ওড়িশা পুলিশ।ওডিশা পুলিশ জানিয়েছে, ভদ্রক, বালাশোর, ভুবনেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ-সহ ওড়িশার একাধিক এলাকা থেকে কোটি কোটি টাকা লুট করেছে এই সংস্থা। দশ হাজার মানুষের কাছ থেকে ৩০ কোটি টাকা তুলেছিল সংস্থাটি। তবে শুধু ওডিশা নয়, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি, ঝাড়খন্ডসহ ভারতের একাধিক রাজ্যে বহু মানুষ তাঁদের জীবনের সঞ্চয় খুইয়েছে এই ভুয়ো সংস্থায় বিনিয়োগ করে। আর সেই বিনিয়োগে উৎসাহ জুগিয়েছে যে বিজ্ঞাপন, তার মুখ গোবিন্দা। ইতিমধ্যেই এই মামলার তদন্তে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে ওডিশা পুলিশ।

বিধায়ক তফাজ্জলের বিজয় মিছিলে গেরুয়া সুনামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ সেপ্টেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার আওতাধীন ২০ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে শাসকদল বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রথম বারের মত জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হলেন তফাজ্জল হোসেন রেকর্ড সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে।বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর আজ ১৪ ই সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বক্সনগর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন অংশে অর্থাৎ বক্সনগর,মধ্য বক্সনগর,রহিমপুর, পুটিয়া ভেলুয়াচর,মানিক্যনগর কলসীমুড়া,বাগবের কমলনগর, কলমচৌড়া সহ বিভিন্ন স্থানে বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়।এই বিজয় উৎসবে বিপুল পরিমাণে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তফাজ্জল হয়ে শাসক দল বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক অংশগ্রহণ করেন এর আগে বুধবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার অংশগ্রহণ করেছেন।এদিকে প্রথমবারের মতো বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে তফাজ্জল হোসেনের মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেতে চলেছেন বলে শাসক দল বিজেপি সূত্রে খবর।বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত প্রায় সব বিধায়ক রাজ্য মন্ত্রিসভার স্থান পেয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মনসুর আলী, আরবের রহমান,বিল্লাল মিয়া সহীদ চৌধুরী সম্প্রীতি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র প্রয়াত বিধায়ক সামসুল হক মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি কারণ ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পরিচালিত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল।অন্যদিকে সামসুল হক নির্বাচিত হয়েছেন সিপিএম প্রার্থী হিসেবে এর আগে ২০১৮ সালে সহীদ চৌধুরী এই কেন্দ্র থেকে সিপিএমের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হলেও রাজ্য প্রথম বারের মত বিজেপি মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় মন্ত্রিসভার স্থান হয়নি।২০ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রটি সংখ্যালঘু অধ্যুশিত এবারের উপ নির্বাচনে তফাজ্জল হোসেন সংখ্যালঘু প্রার্থী হিসেবে নিজ সম্প্রদায়কে ভোটারদের মন জয় করেছেন। সংখ্যাগুলোদের পাশাপাশি সকল জাতির মন জয় করতে পেরেছেন এই অবস্থায় তার মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।২০ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শাসকদলীয় প্রার্থী হিসেবে তফাজ্জল হোসেন বিপুল সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন সেই সঙ্গে ২৩ ধনপুর বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জয়ী হয়েছেন বিন্দু দেবনাথ। এরপর তারা নিয়ম অনুসারে বিধায়ক হিসেবে শপথ পাঠ করেছেন মঙ্গলবার ১২ই সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন তাদের বিধায়ক হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করার পরেই তারা ফিরে গেছেন নিজ নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে মিলিত হয়েছেন দলীয় কর্মী সমর্থক সঙ্গে উভয় বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে চলছে বিজয় উল্লাস আর গেরুয়া আবিরের সুনামি।

একবালপুরে যুবকের রহস্যমৃত্যু বহুতলের সামনে মিলল রক্তাক্ত দেহ

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : খাস কলকাতায় ফের এক যুবকের রহস্যমৃত্যু। বহুতলের সামনে থেকে উদ্ধার হল রক্তাক্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে একবালপুর এলাকায়।অসাবধানতাবশত ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু? নাকি ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম কাইসার আনসারি। বয়স ২৭ বছর। কলকাতার একবালপুরের বাসিন্দা তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ একবালপুর এলাকায় একটি বহুতলের সামনে থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হন কাইসার।তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে। সেখ

সেই বিতর্কিত সুপার ম্যাচ এখন ইতিহাস

আজ ফের জুয়েলস, এগিয়ে চলো মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। প্রায় ২৫০ দিন আগের কথা। সেই বিতর্কিত সুপার ফোরের ম্যাচ। এগিয়ে চলো সংঘ বনাম জুয়েলস এসোসিয়েশনের ম্যাচ। লীগ রুলস লংঘন করা নিয়ে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত তা গড়ায় আদালতের দরজায়। সদ্য রায় বেরিয়েছে। এখন পুরোটাই ইতিহাস। প্রায় আট মাস পর ফের এগিয়ে চলো সংঘ ও জুয়েলস এসোসিয়েশন পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। যদিও এটি লিগ পর্যায়ের ম্যাচ। তবুও ফ্ল্যাশব্যাকে সেই পড়ন্ত বিকেলে ট্রফি মাঠে এনেও অনিবার্য কারণে তা পুনরায় টিএফএ অফিসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা অনেকের চোখেই ভাসছে। আজ চিত্রটা অবশ্যই অন্যরকম।

আত্মবিশ্বাসী এগিয়ে চলো সঙ্ঘের মুখোমুখি আগামীকাল হবে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল দুপুর ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। আপাতত ৪ ম্যাচ খেলে এগিয়ে চলোর পয়েন্ট ১০ এবং ১ ম্যাচ বেশী খেলে জুয়েলসের পয়েন্ট ৬। লিগের শুরুতে ছন্দে না থাকলেও আসর যত এগুচ্ছে ততই ছন্দ ফিরে পাচ্ছেন পুরি প্রসাদ দেববর্মা-র জুয়েলসের ফুটবলাররা। যা লড়াই করার মানসিকতা বাড়িয়ে দিয়েছে নীল-সাদা দলের ফুটবলারদের। তারপরও আগামীকাল ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে কর্ণেন্দু দেববর্মা-র এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। গেলোবারের দ্বিমুকুট জয়ী এগিয়ে চলো সঙ্ঘ চাইছে আজ জয় পেয়ে লিগের শীর্ষ স্থানে পৌঁছে যেতে। তা মাথায় রেখেই নিজের সেরা অস্ত্রদের বৃহস্পতিবার শান দিয়ে নেন সদ্য শিল্ড জয়ী দলের কোচ। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলন শেষে এগিয়ে চলো কোচ কর্ণেন্দু দেববর্মা বলেন, 'লিগে যে কয়টা শক্তিশালী দল খেলছে তাদের মধ্যে জুয়েলস একটি। তাই আমাদের সতর্ক হয়েই মাঠে নামতে হবে। আমাদের লক্ষ্য একটাই, পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়া। তা মাথায় রেখেই মাঠে নামবে ছেলেরা'। এগিয়ে চলোকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত জুয়েলস। কোচ পুরিপ্রসাদ দেববর্মার কথায় তা স্পষ্ট। সুপারের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে এগিয়ে চলোকে হারাতেই হবে তা দলীয় ফুটবলারদের বোঝাতে ভুল করেননি জুয়েলস কোচ।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	৫	৩	২	০	১৪-৪	১১
রামকৃষ্ণ	৫	৩	২	০	১২-৫	১১
এগিয়ে চলো	৪	৩	১	০	৮-১	১০
ত্রিবেণী সংঘ	৬	২	২	২	৬-৯	৮
লালবাহাদুর	৪	২	১	১	১১-৩	৭
জুয়েলস	৫	২	০	৩	১২-১২	৬
ফ্রেন্ডস ইউ:	৬	২	০	৪	১০-১৭	৬
টাউন ক্লাব	৫	১	০	৪	৭-১২	৩
বীরেন্দ্র ক্লাব	৬	১	০	৫	৫-২২	৩

রাজ্যভিত্তিক স্কুলস্তরীয় সাঁতারে নতুন রেকর্ড সানমন ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্তরীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা চলছে। আগামীকাল তা শেষ হবে। তবে ইতোমধ্যে নতুন রেকর্ড গড়ে নিয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সাঁতারু সানমান ত্রিপুরা। ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সানমান ০:৫৮:৭৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে। সামগ্রিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ করে অনূর্ধ ১৪ বালকদের ৫০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে মেঘরাজ দত্ত, বয়ার জমাতিয়া, অভয় বর্মন; বালিকা বিভাগে নিশা সিনহা, অক্সরা সরকার, কোয়েল দেবনাথ; অনূর্ধ ১৭ বছর বালক বিভাগে জন জমাতিয়া, রাকিব হোসেন বাবু, ইমরান হোসেন; বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে গীতা দেবনাথ, সাকিনা আক্তার, পূজা দাস; অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে রণবীর দাস, অনীক কর্মকার, অগ্রজিত দাস; বালিকা বিভাগে আসমা দেববর্মা, মহিমা সেন, অন্বেষা ভৌমিক; অনূর্ধ১৪ বালক বিভাগে বয়ার জমাতিয়া, স্নেহাংশু সাহা, মৃগাঙ্কুর দাস; বালিকা বিভাগে রাখি নোয়াতিয়া, অদিতা দত্ত, রিয়াংশি লোধ; অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে সাকিব উদ্দিন, ম্যাটম দেববর্মা, সুশান্ত জমাতিয়া; অনূর্ধ১৪ বালকদের ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে মেঘনীল দত্ত বিশ্বাস, অরিত্র দত্ত, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, অনূর্ধ ১৭ বছর বিভাগে তাজ উদ্দিন, জন জমাতিয়া, পুলক দাস; অনূর্ধ ১৭ বালকদের ৫০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে শাকিব উদ্দিন, রাজদীপ ভৌমিক, রাজু দাস, বালিকা বিভাগে রিয়া দেবনাথ, সুমনা বেগম, অন্বেষা দাস; অনূর্ধ ১৯ ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে রিয়াজ ত্রিপুরা, খামাং জমাতিয়া, রিয়াজ খাদিম, অনূর্ধ ১৪ বালকদের ৫০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে প্রকাশ সিংহ, মেঘ নীল দত্ত বিশ্বাস, তনবির আলম, বালিকা বিভাগে সুপ্রিয়া নম দাস, পূর্ণিমা দাস, আদ্রিতা দত্ত; অনূর্ধ ১৭ বালিকাদের ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে শাকিরা আক্তার, নিষ্ঠা চক্রবর্তী, সুমনা বেগম, অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে ঠাকুরচান দাস, অনীক কর্মকার, দিলওয়ার মিয়া, অনূর্ধ১৪ বালকদের ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে প্রকাশ সিংহ, অভয় বর্মন, অমিত সূত্রধর; অনূর্ধ১৪ বালকদের ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে প্রকাশ সিংহ, দেবাশীষ মোদক, মেঘনীল দত্ত বিশ্বাস, বালিকা বিভাগে সুপ্রিয়া নম দাস, শ্রেয়াংশী দাস, অনিন্দিতা সরকার, ১৭ বছর বালক বিভাগে তাজ উদ্দিন, রাকিব হোসেন বাবু, পুলক দাস; অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগে ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে গীতা দেবনাথ, অন্বেষা দাস, পূজা দাস; অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে রণবীর দাস , অর্ঘজিৎ দাস, রিয়াজ খাদিম; অনূর্ধ ১৯ বালিকা বিভাগে অন্বেষা ভৌমিক মহিমা সেন, পূরবী ত্রিপুরা; অনূর্ধ১৪ বালক বিভাগে নরেন সূত্রধর , স্নেহাংশু সাহা, বয়ার জমাতিয়া; বালিকা বিভাগে অদ্রিজা দত্ত, রাখি নোয়াতিয়া, কোয়েল দেবনাথ; অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে সাকিব উদ্দিন, মেটম দেববর্মা, সুশান্ত জমাতিয়া; অনূর্ধ১৪ বালকদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে মেঘরাজ দত্ত, দেবাশীষ মোদক, অপূর্ব দাস; বালিকা বিভাগে সুপ্রিয়া নম দাস, পূর্ণিমা দাস, অক্সরা সরকার; ১৭ বছর বালক বিভাগে সনমন ত্রিপুরা, ইমরান হোসেন, রাজদীপ ভৌমিক; ১৭ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে শাকিরা আক্তার, সুমনা বেগম, তানিয়া দেব; ১৯ বছর বালক বিভাগে রিয়াজ ত্রিপুরা, ঠাকুর চানদাস, দিলওয়ার মিয়া; বালিকা বিভাগের আসমা দেববর্মা, মহিমা সেন, অস্মিতা রিয়াং যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

বীরেন্দ্রকে সাত গোলে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ফরোয়ার্ড

ফরোয়ার্ড ক্লাব: ৭ বীরেন্দ্র ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। জয়ে ফিরলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। তাও সাত গোলের বিশাল ব্যবধানে ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে। এই জয়ের সুবাদে ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তির সৌজন্যে ফরোয়ার্ড ক্লাব এই মুহূর্তে সরাসরি লীগ তালিকার শীর্ষে। সম সংখ্যক ম্যাচ খেলে রামকৃষ্ণ ক্লাবের পয়েন্ট সমান হলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে ফরওয়ার্ড শীর্ষে চলে এসেছে। চলতি টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে রেকর্ড সংখ্যক গোলের ব্যবধানে বৃহস্পতিবার জিতেছে ফরওয়ার্ড ক্লাব। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। প্রথমার্ধের দুটি গোল-ই ইয়ামি লংভা-র পা থেকেই। খেলার ২৩ ও ২৯ মিনিটের মাথায়। দ্বিতীয়ার্ধে বীরেন্দ্র ক্লাবের ছেলেরা আরও কিছুটা ছন্নছাড়া খেললে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নেয় ফরোয়ার্ড ক্লাবের আক্রমণ ভাগের ফুটবলাররা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জাবেদ আলমের গোল। ব্যবধান বেড়ে ৩-০ হয়।

ফরওয়ার্ড ক্লাব এক সময় প্রাধান্য বিস্তার করে নিলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গোলমুখী আক্রমণ থেকে সরে আসেনি। খেলার ৫৭ ও ৬১ মিনিটের মাথায় বসন্ত সিং ও নিংগুমবাম পরপর দুটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৫-০ হয়। শেষ দিকে রোনাল্ডো সিং ৭১ মিনিটে এবং বয়ার জমাতিয়া ৭৮ মিনিটে পর পর আরও দুটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৭-০ হয়। পক্ষান্তরে ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হেরে বীরেন্দ্র ক্লাব এখন অবনমনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। একপ্রকার একতরফা খেলায় সাত গোলে ফরওয়ার্ড ক্লাব জয় পেলেও কার্যত মাঠে রেফারিকে ম্যাচ চালাতে আজ তেমন বেগ পেতে হয়নি। অতিমাত্রায় অসদাচরণের লক্ষণও দেখা মিলেনি। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়, অভিজিৎ দাস, অসীম বৈদ্য ও অরিন্দম মজুমদার। দিনের খেলা: এগিয়ে চলো সংঘ বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, বিকেল তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

১৪ অক্টোবরে অনূর্ধ-১৩ দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। দুদিনব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-১৩ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ১৪ অক্টোবর। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে হবে আসর। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হবে প্রতিযোগিতা। আসরে অং নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ১৩ অক্টোবরের মধ্যে এন্টি জমা দিতে বলা হয়েছে। এন্টি ফি ৫০০ টাকা। আসরের দুই বিভাগে প্রথম দুই স্থানাধিকারী দাবাড়ু জাতীয় অনূর্ধ-১৩ দাবায় খেলার সুওযগ পাবে।তেলেঙ্গানায় ২৮ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে জাতীয় আসর।

স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সাধারণ সভায় সাড়ে চার কোটি টাকার বাজেট চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার বেলা বারোটায় খেজুরবাগানস্থিত শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে ক্রীড়া মন্ত্রী তথা ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারম্যান টিংকু রায়ের পৌরহিত্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় চলতি ২০২৩-২৪ বছরের রাজ্য স্কুল স্তরের খেলাধুলার অ্যাকশন প্ল্যান ও সাড়ে চার কোটি টাকার বাজেট চূড়ান্ত করা হয়েছে। সভা শুরুতে রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীতও হয়েছে। পেশ করা হয়েছে গত ২০২২-২৩ বর্ষের খরচের হিসেব-নিকেশ এবং প্রতিবেদনে বিগত বছরের খেলাধুলার পারফরমেন্স রিপোর্টও তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে একটি রৌপ্য পদক, ৬৬ তম জাতীয় স্কুল গেমসে একটি স্বর্ণ, চারটি রৌপ্য, তিনটি ব্রোঞ্জ নিয়ে মোট আটটি পদক এবং জনজাতীয় খেল মহোৎসবে তিনটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য ও পাঁচটি ব্রোঞ্জ সহ ১১টি পদক অর্থাৎ সবমিলিয়ে চারটি স্বর্ণ, আটটি রৌপ্য ও আটটি ব্রোঞ্জ মোট ২০টি পদক বিজয়ের কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এ বছর জাতীয় স্কুল আসরের বিভিন্ন ইভেন্টে অধিক সংখ্যক টিম পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যস্তরের স্কুল ক্রীড়ায় অনূর্ধ-১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ বয়স গ্রুপে রেকর্ড সংখ্যক ইভেন্টে খেলাধুলার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

ঝুলে থাকা ২০২২ লীগ ফুটবলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হচ্ছে আগামীকাল। হঠাৎ করে পুরস্কার বিতরণী দেখে অনেকে হয়তো আৎকে উঠতে পারেন। না এটা অন্তর্বর্তীকালীন কোনও পুরস্কার প্রদান নয়। গত বছরের ফেলে আসা তথা ঝুলে থাকা লীগ ফুটবলের পুরস্কার। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত চন্দ্র মেমোরিয়াল তথা শ্যামসুন্দর কোং সিনিয়র ডিভিশন লিগ ফুটবলের ঝুলে থাকা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে টিএফএ। মূলতঃ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এগিয়ে চলো সংঘকে এবং রানার্স আপ ট্রফি ফরওয়ার্ড ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়াই হচ্ছে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মূল বিশেষত্ব। আদালতের রায় বের হওয়ার পর শাপমুক্ত ২০২২ সিনিয়র লীগ ফুটবলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান একেবারে সাদামাটা হবে তা নয় কিন্তু। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সহ একাধিক অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে যথাযথ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে।

PNIe-T NO:- 25/EE-1/2023-24, Dated 12/09/2023

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 03-10-2023 for 05 (Five) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-2279/23

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPU

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-1ED/AMB/14/2023-24

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites online tender on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate tender(s). The details are given below;

S L N O	DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE & TIME OF OPENING
1	58/EE-4ED/AMB/2023-24	21,07,947.00	42,159.00	Upto 17.00 Hrs on 26/09/2023	At 10.30 Hrs on 27/09/2023

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above

For and on behalf of Governoryf Tripura

ICA/C-2275/23

Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER N Vv /2023-24 Dt.12/09/2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 02/10/2023 for 01 nos. works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9862984064 (M)/ e-mail- eerddmndiv@amail.com Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division

ICA/C-2273/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-08/EE/RD/DMN/DIV/2023-24 bt.01/09/2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 22/09/2023 for 01 nos. works. For details visit website https: /tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9862984064 (M)/ e-mail- eerddmndiv@qmail.com Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division

ICA/C-2271/23

PNIeT No:-17/BE/DWS-1/2023-24 dated 12-09-2023

Single bid percentage rate e-tender is invited for 1(One) no. works viz. Construction of proposed Vigyan gram (Phase-I) at Agartala
Deadline for online bidding:-Up to 4500 hrs. of 04-10-2023
'Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal @gmail.com.

(Er. R. Paul)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I
Agartala, Tripura (Ww).

ICA/C-2265/23

TENDER REF. No. 1(165)-IGMHI/GS/Security/20

Dated, Agartala 8/9/2023

Tender for selection of agency for providing 100 nos. of UNIFORMED SECURITY GUARDS "| SUPERVISIORS in IGM Hospitals for the year 2023 to 2024.
A Tender is hereby invited on behalf of the Governor of Tripura from resourceful, experienced, reliable, bonafide, renowned licensed Manufacturer or their Authorized Agencies/Firms for "PROVIDING UNIFORMED SECURITY GUARDS/SUPERVISORS IN IGM HOSPITAL, | HEALTH & FAMILY WELFARE DEPT., GOVERNMENT OF TRIPURA."
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is... /, .OF.../2023 up to 4:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e- procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.

Medical Superintendent
IGM Hospital
Govt. of Tripura Agartala

ICA/C-2262/23

TENDER NOTICE.

Tripura invites tender in sealed covers from the The undersigned on behalf of the Governor for the mentioned below constructional works:

Sl. No.	Name of Work (s)	Location	Estimated Cost.	Earnest money to be deposited along with the tender	NIT value	Time for completion of work
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.
01.	Construction of 01 (one) 05 (five) seated sanitary latrine with septic tank, soak pit etc.	Champahawar PS	Rs.3,33,130/-	Rs.6, 600/-	Rs.1000/-	02 (two) months

The tenders/quotations will be received in the office of the undersigned on or before 26/09/2025 up to 1300 Hrs. The tenders/quotation(s) will be opened on the same day at 1300 hrs. in the presence of representative of the tenderer willing to be present at that time, if possible. Details estimates of the works and terms & conditions regar during the tender are available in the office hours within the stipulated undersigned, which may be collected on any working days durin; office the period.
Details tenders/ quotations may also be seen at the following web sites.
www.tripurapolice.nic.in
www.tripura.nic.in.
www.tripura.ne.in

Superintendent of Police
Khowai District Tripura.

ICA/C-2261/23

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা PMAY-G (Annexure-D) নিম্নলিখিত সুবিধা ভোগীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ছাওমনু আর ডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর লংতরাই এবং পূর্ব মালিধর ভিলেজ কমিটির পঞ্চায়েত সচিব দের দেওয়া তথ্য অনুসারে আপনারা PMAY-G (Annexure-D) এর ঘর পাওয়ার উপযোগী নন।

এতএব আপনারা যদি এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার এক সপ্তাহের ভিতরে অফিস চলাকালিন দিনের মধ্যে যথাযত প্রমাণপত্র সহ ছাওমনু ব্লকের PMAY-G Section এ এসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। অন্যথায় আপনার নাম PMAY-G (Annexure-D) তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইবে। অন্যথায় আর ঘর পাওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

PMAY-G-MIS অনুযায়ী নাম ও অন্যান্য তথ্যানম্নে দেওয়া হল :-

Sl. No.	Name of VC	Awaasplus ID	Name of Beneficiary	Father/ Husband Name	Remarks
1	North Longtharai	TR116869899	Paranjoy Tripura	Gunadhar Tripura	Beneficiary untraceable
2	East Malidhar	TR128025109	Ratanjoy Reang	Hansa Rai Reang	Beneficiary expired no eligible legal heir
3	East Malidhar	TR128040917	Khusherung Reang	Alendra Reang	Beneficiary expired no eligible legal heir

Sd/-(Swapnajit Sarkar,TCS-II)
Block Development Officer
Chawmanu R.D Block, Dhalai

ICA/D-980/23

NOTICE INVITING E-TENDER

E-Tender are hereby invited for supplying of Grocery Items and Diary

Products in Government managed temples up to the period of September, 2024 (2nd call) (details in e-tender portal).The tender will be received through e-tendering from 15th September , 2023 at 11.00 AM to 21" September 2023 at 03.00 PM from the bidders and will be opened on 21th September at 3.30 PM, if possible Details on website https:// tripuratenders.gov.in and https:// westtripura.nic.in.

O/o, the DM and Collector,
West Tripura District

ICA/C-2283/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/EE/WR-III/UDP/2023-24 DATE: 08.09.2023

SL. NO.	Name of Work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	6CLASS OF BIDDER
1	Construction of Sluice Gate with vertical shuttered steel gate on Harijala Embankment under Kakraban Block of Gomati District,Tripura during the year 2023-24. DNIeT No. 01/ACE/P & DU/PWD(WR)/DNIeT/2023-24	2,04,63,669.00	4,09,273.00	8,000.00	18(Eighteen) Months	Up to 15.00 Hrs on 06.10.2023	At 15.30 Hrs on 06.10.2023 (if possible)	Appropriate Class

N.B.: The details notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours.
The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

(Er. M. [illegible])
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

ICA/C-2280/23

মহানাম অঙ্গনের ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান শিবির

সনাতন ধর্মের উপর আঘাত আসছে : রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনের ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ আশ্রম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন বিদ্যুৎ ও কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। পাশাপাশি শ্রীধাম নবদ্বীপস্থিত মহানাম মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ জগৎতারণ দাস ব্রহ্মচারী মহারাজের মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে দ্বারোদঘাটন হয়েছে মহানাম ভক্তাবাসের।

এদিন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেনারস থেকে আগত পদ্মশ্রী পুরষ্কার প্রাপক ১২৮ বছর বয়সী স্বামী শিবানন্দ মহারাজ, বাংলাদেশে মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীমত কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী, ভারতে মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীমত উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারী, বাংলাদেশে মহানাম সম্প্রদায়ের সম্পাদক ডা: নিকুঞ্জনবন্ধু ব্রহ্মচারী এবং ভারতে মহানাম সম্প্রদায়ের সম্পাদক শ্রীমত বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী সহ আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পুর নিগমের কর্পোরেটর রত্না দত্ত ও অন্যান্যরা।

নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সম্পাদক সুদীপ কুমরা রায় স্বাগত ভাষণে বলেন, ১৯৮২ সালে ডা: মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ২০১০ সালে এই আশ্রমকে নবকলবরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ওই সময় থেকে প্রতি বছর মহানাম অঙ্গনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদানের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। করোনার প্রকোপের সময় দু:স্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এদিন ভারতে মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীমৎ উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারী ভাষণে বলেন, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আর্শীবাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক। তিনি দাবি করেন, সারা বছর মানুষের সেবা করে আমরা কৃতার্থ হই। তেমনি সর্বদাই আমরা মানুষের সেবাই নিয়োজিত থাকতে চাই।

এদিন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, সনাতন ধর্মের উপর আঘাত আসছে। সনাতন ধর্ম কোনো জাতি ও ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সনাতন শব্দের অর্থ হল চিরস্থায়ী। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কল্যাণ ও সম্প্রতির জন্য সনাতন ধর্ম।সাথে তিনি যোগ করেন, বিশ্ব দরবারে সনাতন হিন্দু ধর্মের মশাল ধারক হিসেবে ডা. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের পর তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি চিকাগোতে ভাষণ রেখেছিলেন।রতন লাল নাথের কথায়, সনাতন ধর্মের প্রকৃতপক্ষে মূল ভিত্তি মানব ধর্ম। এই ধর্মে বিনাশ নেই। নেই কোন বিভাজন। সনাতন ধর্মের সকল নীতি ও আর্দশকে গ্রহণ করেই হিন্দু ধর্ম নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই হিন্দু ধর্মের অনুসারীগণ নিজেদের সনাতনী বলে আখ্যায়িত করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, রক্তদান মহৎ দান। মানুষের সেবা করাই আসল ধর্ম।

এদিন নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সভাপতি ডা: সঞ্জয় নাথ বলেন, কারোর অনিষ্ঠ করবেন না। সাধ্যমতে সাহায্য করুন, ধর্ম আমাদের তাই শিখিয়েছে। এদিন ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখতে গিয়ে, শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনের মঠাধ্যক্ষ শ্রীমত সমাধীবন্ধু ব্রহ্মচারী স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। আজ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৩২ জন রক্তদান করেছেন।

সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রকল্প ও পরিষেবা নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। সমাজের অসহায় ও দুর্বল অংশের মানুষের কল্যাণে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর কাজ করছে। দপ্তরের সামাজিক সহায়তাগুলি প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই দপ্তরের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। দপ্তরের এই সমস্ত প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে জনপ্রতিনিধিদের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আজ আগরতলার কুবনে পেনশনার্স আবাস আশ্রয়ের কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। উল্লেখ্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় জেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন। কর্মশালার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, জনপ্রতিনিধিগণ হচ্ছেন জনগণের সেবক। তাই সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রকল্প ও পরিষেবা সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের অবহিত থাকতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই কর্মশালা জনপ্রতিনিধিদের সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রকল্প ও পরিষেবা সম্পর্কে অভিতা সয়ে সহায়ক ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রকল্প ও পরিষেবাগুলির বিষয়ে অনেকেই অবহিত নন। জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব হলো জনসাধারণের কাছে এই প্রকল্প ও পরিষেবাগুলি তুলে ধরা। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাল। কর্মশালায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা নিয়ে আলোচনা করেন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অরুণ দেববর্মা, যুগ্ম অধিকর্তা জন কেলভিন দেববর্মা, যুগ্ম অধিকর্তা ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস ও ডেপুটি কমিশনার অচিন্তন কিলিকদার। কর্মশালায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্যগণ, জেলার বিভিন্ন পাঁয়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও গ্রাম পাঁয়েতের প্রধানগণ অংশ নেন।

তেলিয়ামুড়া বাজারে খাবারের দোকানে প্রশাসনের হানা, অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্যদপ্তর এবং কল্যাণপুর প্রশাসনের একটি বিশেষ দল বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের দোকানে অভিযান চালায়। মুলত খাবার দোকানগুলিতে কি ধরণের এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার হচ্ছে তা দেখতেই আজকের অভিযান বলে জানান ডেপুটি কালেক্টর অঞ্জন দাস। ভেজাল খাদ্যপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চড়া দাম রুখতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সাপ্তাহিক হাটে কল্যানপুরে জোরদার অভিযান চালায়। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক হাট বাজারের দিনে খাদ্য দপ্তরের অভিযানে বেশকিছু অনিয়মও পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই দপ্তরের ভূমিকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারাকে গতিশীল রাখতে খাদ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যাতে কোনোভাবেই খাদ্য দপ্তরের দুর্বলতার কারণে কালোবাজারিদের খপ্পরে পড়ে প্রতারণার শিকার বা ক্ষতির শিকার না হন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই খাদ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আজ খোয়াই জেলার কল্যাণপুরে জোরদার অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এদিন হঠাৎ করে খাদ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি টের পেয়েও সাপ্তাহিক হাট থাকায় অসাধু ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে পালানোর সুযোগ পায় নি। কল্যাণপুর হাট বাজারের দিনে বাজারের বিভিন্ন মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্লোসারি দোকান, স্থানীয় গ্যাস এজেন্সিতে নিজেদের জটিকা অভিযান সংঘটিত করে। অভিযান চলাকালীন সময়ে বিশেষ করে মিষ্টি ও খাদ্য দ্রব্যের দোকানগুলোতে খাদ্য দপ্তরের অভিযানে বেশকিছু অনিয়মের প্রেক্ষিতে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গোটা বিষয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিক সিনিয়র ডিসিএম অঞ্জন কুমার দাস বলেন আজকের এই অভিযান মহকুমা প্রশাসনের ধারাবাহিক কায্যক্রমের অংশ বিশেষ। বিভিন্ন সময়ের অভিযোগের ভিত্তিতে আজ কল্যানপুর বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। কিছু কিছু অনিয়মের হদিস পাওয়া যায়, ব্যবসাও গ্রহন করা হয়েছে। আগামীদিনেও সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই প্রকারের অভিযান কল্যাণপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় অব্যাহত থাকবে। আজকের এই অভিযানে অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযোগে একাধিক সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযানকে ঘিরে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে পাশাপাশি দাবি উঠছে এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি গাঁজা বাগান ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর।। দুটি গাঁজা বাগান ধ্বংস করেছে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ। ডিআইবির সহকারী পুলিশ সুপার মিহির দত্ত ও কাঞ্চনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ উদয়ন দেববর্মা নেতৃত্বে কাঞ্চনপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে সকাল থেকে গভীর জঙ্গলে গাঁজা বাগানের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়। দীর্ঘ তল্লাশির পর কাঞ্চনপুর মহকুমার লুঙ্গিছড়া ভিলেজের এলাকা গভীর জঙ্গলে একে একে দুটি গাঁজা বাগানের সন্ধান পায় পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গাঁজা বাগান ধ্বংস করে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গেছে দুটি বাগানে সর্বমোট তিন হাজারেরও অধিক গাঁজার গাছ নষ্ট করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা হতে পারে। কিন্তু কারা এই গাঁজা চাষের পেছনে যুক্ত তা অন্যান্যবারের মতো এবারও সঠিক সন্ধান করতে ব্যার্থ পুলিশ। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন যাবত কাঞ্চনপুর মহকুমার দুর্গম পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে লোকচক্ষুর আড়ালে একাধিক চক্র গাঁজা চাষ করে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে পুলিশি অভিযানে গভীর জঙ্গলে নির্জন স্থানে কিছু কিছু গাঁজা বাগান পুলিশের নজরে আসলো বাস্তবে কারা এই গাঁজা বাগানের পিছনে যুক্ত তাদের সন্ধান করতে ব্যর্থ হচ্ছে পুলিশ। ফলে মহকুমার বিভিন্ন নির্জনস্থানে পাহাড়ি জনপদগুলিতে এলাহীভাবে গাজার চাষ হচ্ছে। এই গাঁজাগুলি পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে বাজারে আসছে এবং সাধারণ মানুষ নেশা হিসেবে গাঁজাকে ব্যবহার করছে।

পদ্ম শিবিরে ২৯ ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। বামুটিয়া এলাকার রাঙ্গুটিয়া গ্রামে এক যোগদান সভাতে সিপিআইএম দল ছেড়ে ১০ পরিবারের ২৯ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন। এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এই যোগদান সভাতে বামুটিয়া মন্ডল সভাপতি বিজু পাল, সিপিআইএম দলের তীব্র সমালোচনা করেন। অন্যদিকে বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ ধন দাস, সিপিআইএম দল ছেড়ে যারা এদিন বিজেপিতে যোগদান করেছেন উনাদের উদ্দেশ্যে বলেন এতদিন দলের জন্য কাজ করেছেন। এখন সবাই মিলেমিশে আমরা মানুষের জন্য কাজ করব। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন দলীয় নেতৃত্বরা। নবাগতদের মধ্যে সিপিআইএম দলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ দাস নিজ দলের নীতি আদর্শকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বর্তমান সরকারের উন্নয়নমুখী কাজকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ওনার পরিবার সমেত বিজেপি দলে যোগদান করেছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। অন্যান্যবছরের ন্যায়এইবছরও সঠিকব্যাবস্থাপনা ছারা ঘটাকরে রিয়াং জনজাতিদের কূল দেবী সংগ্রমা পূজাকে কেন্দ্রকরে রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয় মনপাথর এলাকায়। মনপাথর এলাকায় দখলসিং রিয়াং পাড়ায় এই মেলার আয়োজন করাহয়। দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠীত হবে এই মেলা। মেলা কতৃপক্ষের উদ্দ্যোগে রাজ্যসরকারথেকে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন, মন্ত্রী বিকাশ রিয়াং, মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া সহ অন্যান্যদের আমন্ত্রন জানানোহয়। মেলা কমিটি বিগত দিনে বাম আমলে প্রাক্তন মন্ত্রী মনিন্দ্র রিয়াংকে প্রত্যেক বছর আমন্ত্রন জানাতেন। মূল লক্ষ্যছিলো কিছু আদায় করা। বর্তমানসময়ে বাম শাসন শেষে বামেদের নেতৃত্বদের ভুলেগিয়ে কিছু আদায়ের লক্ষ্যে মূল শ্রোতে ফিরে এসেছে মেলা কমিটি। মেলার আয়োজন করাতে সকলে খোবই আনন্দিত কিন্তু কোনো প্রকারের সুব্যাববস্থা ছারাই প্রত্যেক বছর এইমেলার আয়োজন করাহয়। এই মেলাকে কেন্দ্রকরে প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু ঘটেথাকে। বর্তমানসময়ে বুধবার রাত্রিবেলায় মেলায় এসে প্রান হারাতে হয়েছে এক যুবককে। জানাযায় গঙ্গারায় পাড়ার বাসিন্দা মানিক রিয়াং এর ছেলে সৌরজ রিয়াং বুধবার রাত্রিবেলায় মেলার উদ্দ্যোশ্যে বারিথেকে বেরহয়। বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ৬ টা ৩০ মিনিট নাগাদ মেলাথেকে ডিলছোরা দুরত্বে তক্কশিলা পাড়ায় রাস্তার পাশে সৌরজ রিয়াংকে পরেথাকতে দেখে এলাকাবাসী খবরদেয় শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীদের খবরদেয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে ছুটেযায় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দমকলবাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সৌরজ রিয়াংকে শান্তির বাজার ট্রোমা কেয়ারসেন্টারে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময় ট্রোমা কেয়ারসেন্টারে প্রান হারালো সৌরজ রিয়াং। এই অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে সৌরজ রিয়াং এর পিতা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানানা উনারা সন্দেহ করছে উনার ছেলেকে পরিকল্পীতভাবে হত্যাকরাহয়েছে। মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনে ঘটনার তদন্তে নেমেছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর উঠেআসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদেরহাতে তুলে দেওয়াহবে।

ফ্যান চুরির অপরাধে চোরকে উত্তম মধ্যম দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ১৪ সেপ্টেম্বর।। কৈলাশহর পানিচৌকি বাজারে এক চোরকে ধরে উত্তমমধ্যম দিয়ে কৈলাশহর থানার হাতে তুলে দিল উত্তেজিত জনতা। জানা যায় যে পানিচৌকি বাজার এলাকায় বিভিন্ন দোকানে বেশ কিছুদিন ধরে চুরি কান্ড সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ গতকাল রাত্রিবেলা কৈলাশহর পানিচৌকি বাজার এলাকায় অবস্থিত শনিমন্দির থেকে একটি ফ্যান চুরি হয়ে যায়। পরবর্তী সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে ওই এলাকার বাসিন্দা অমিত পাল নামে এক যুবককে আজ সকালে আটক করে এবং সে নিজের মুখে স্বীকার করে যে সেই চুরি কান্ড সংগঠিত করেছে। সেই ফ্যানটি সে ৩০০ টাকার বিনিময়ে কৈলাশহর বাঁধেরপার এলাকায় একটি বাড়িতে বিক্রি করে। পাশাপাশি পানিচৌকি বাজার এলাকায় বিভিন্ন দোকানেও সে চুরিকাণ্ড সংঘটিত করেছে বলে সে জানায় পরবর্তী সময় স্থানীয়রা তাকে একটি খুঁটির সাথে বেধে রাখে। এরপর উত্তম মধ্যম দিয়ে তাকে কৈলাশহর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে সে কৈলাশহর থানার হেফাজতে রয়েছে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

স্বচ্ছতা বজায় রেখে চাকুরী হোক চায় ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। স্বচ্ছতা বজায় রেখে যুবকদের সাথে ছলচাতুরী না করে রাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হউক রাজ্যে। জেআরবিটি গ্রুপ-সি এর ফলাফল প্রকাশ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এই কথা বলেন বলেন ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক। বৃহস্পতিবার দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, ২০২১ সালের আগস্ট মাসে জেআরবিটি গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ২ বছর অতিক্রান্ত হলেও ফলাফল প্রকাশ নিয়ে তালবাহানা করছিল দপ্তর। বিভিন্নভাবে এই ফলাফলের জন্য আন্দোলন করেছে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, টিএসএফ। শেষ পর্যন্ত এই ফলাফল ঘোষণা হলেও গ্রুপ-ডি এর ফলাফল এখনো বাকি। তিনি আরও বলেন, যে একটি সুত্র মারফত খবর রয়েছে রাজ্যে এই জেআরবিটি এর নিয়োগে নাকি ৪০ শতাংশ বহিরাজ্যের। যদিও এই বিষয়ে কোনো প্রমান তার কাছে নেই বলে জানিয়েছেন পলাশ ভৌমিক। তিনি বলেন, রাজ্যের বেকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হলেই খুশি তারা। তবে তা অবশ্যই স্বচ্ছভাবে হতে হবে।

দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রান্ত কংগ্রেস নেতা সুবল গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। গোটা রাজ্যে কংগ্রেস নতুন করে শক্তি অর্জন করছে। নতুন নতুন মানুষ প্রতিদিন কংগ্রেসের পতাকা তলে শামিল হচ্ছেন। ধর্মনগর ও তার ব্যতিক্রম নয়, গতকাল ধর্মনগর শহরে মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ধর্মনগরে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচি সফল করতে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে ধর্মনগর কংগ্রেস বুথ কমিটিগুলির কো-অর্ডিনেটার সুবল গোস্বামীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করেন। সুবল গোস্বামী ধর্মনগর মহকুমার এক গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতা। কিছুদিন পূর্বে দুষ্কৃতীকারীরা সুবল গোস্বামীর বাড়িতে গিয়ে তাকে কংগ্রেস দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করার প্রস্তাব দেন, এমনই দাবী করেছেন তিনি। সুবল গোস্বামী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস দলের কাজকর্ম চালিয়ে আসছিল বলে জানান তিনি। তবে গতকাল মহিলা কংগ্রেসের এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতিকারীরা তাকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করে গুরুতর আঘাত করে, তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। আক্রমণের খবর পেয়ে কংগ্রেস নেতা চয়ন ভট্টাচার্যী সহ এলাকার জনগণ ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং পুলিশের নিকট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অবিলম্বে আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতারের দাবি জানায় কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব। এদিকে আক্রমণকারীরা বিজেপি দলের কর্মী বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। ঘটনায় বর্তমানে রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত ধর্মনগরের।

চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। চুরি যাওয়া এক মোবাইল ফোন উদ্ধার করল পুলিশ। জানা গেছে, গত তিনদিন আগে বাবুল দেব নামে এক ব্যক্তির মোবাইল বটতলা বাজার থেকে ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিল ছিনতাইবাজরা। তারপর তিনি পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানান। সেই অনুযায়ী পুলিশ সেই মোবাইল ফোনটি ট্র্যাক করা শুরু করেন বলে জানিয়েছেন বটতলা থানার ওসি দেবব্রত বিশ্বাস। তিনি জানান, সেই মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে আজ তাদের হদিশ পেয়েছেন। প্রথমে একজনকে আটক করলে পরে তার বক্তব্য অনুযায়ী আরও দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের নাম প্রসেনজিত ভট্টাচার্য, প্রসেঞ্জিত সরকার, শানি কর। বটতলা আউট পোস্ট আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন বটতলা ওসি দেবব্রত বিশ্বাস।

কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে মন্দিরে পূজার্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে সর্বত্র পূজিত হচ্ছেন মা। রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই আজ দেবী কৌশিকী হিসেবে পূজিত হচ্ছেন। কৌশিকী অমাবস্যা অশুভ শক্তিকে নাশ করে, শুভ শক্তি প্রতিষ্ঠা করার তিথি। এই তিথিতে দেবী কৌশিকী রূপে অশুরিক শক্তি নিধন করে শুভশক্তি প্রতিস্থাপন করেন। এই তিথিতে সাধক বামদেব সিদ্ধিলাভ করেন। এই দিনটির বিশেষ মহত্ব থাকায় ভক্তদের ভেতরে ও বিশেষ পূজার্চনা করার ঝোঁক উপলক্ষিত হয়। ফলে বৃহস্পতিবার প্রতিটি কালীবাড়িতে ভক্তদের বিশেষ ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। এদিন রাজধানীতেও বেশ কিছু বাড়িঘর, কালি মন্দিরে এই পুজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

"ভারতীয় ভাষা সম্মান-২০২৩"-এ ভূষিত ভারতীয় ভাষার ১৮ জন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

বারাণসী, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হিন্দি দিবস উপলক্ষে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা "হিন্দুস্থান সমাচার" আয়োজিত ভারতীয় ভাষা সম্মান দিবস অনুষ্ঠানে ১৮টি ভারতীয় ভাষার সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের "ভারতীয় ভাষা সম্মান-২০২৩" দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। বারাণসীর রাজা চেতসিংহ ফোর্ট, শিবালা-তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলার বাসিন্দা এবং ডিডি নিউজ অর্থাৎ দূরদর্শন দিল্লিতে সম্প্রচারিত "বার্তাবলী"-র মুখ্য সম্পাদক ডঃ নারায়ণ দত্ত মিশ্রকে সংস্কৃত ভাষার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও হিন্দি ভাষার জন্য 'পাঞ্চজন্য'-র সম্পাদক হিতেশ শঙ্কর, তেলেগু ভাষার জন্য সিনিয়র সাংবাদিক ড. কে. বিক্রম রাও, মারাঠি ভাষার জন্য সিনিয়র সাংবাদিক শ্রীরাম জোশী, গুজরাটি ভাষার জন্য পদ্মশ্রী ড. বিষ্ণু পান্ড্য, পাঞ্জাবি ভাষার জন্য সিনিয়র সাংবাদিক ড. ভাই পরমজিৎ সিং, বাংলা ভাষার জন্য ডক্টর সুমন চন্দ্র দাস, অসমীয়া ভাষার জন্য অরুণ জ্যোতি বোরা, নেপালি ভাষার জন্য ডি রাম দুলার এবং সিন্ধি ভাষার জন্য কমল কিশোর খত্রীকে সম্মাননা দেওয়া হয়।একইভাবে প্রবীণ সাংবাদিক কাভালাম শশীকুমারকে মালয়ালম ভাষার জন্য, ভি. শ্রীনিবাসনকে তামিল ভাষার জন্য, স্বাতী চন্দ্রশেখর ও পান্নাগ রাজ রামচন্দ্র রাও কুলকার্নিকে কন্নড় ভাষার জন্য, ডক্টর সমন্বয় নন্দকে ওড়িয়া ভাষার জন্য এবং কেশব মোহন পান্ডেকে ভোজপুরি ভাষার জন্য সম্মানিত করা হয়েছে। এছাড়াও হিন্দুস্থান সমাচারের দুই সাংবাদিক ডাঃ শারদা বন্দনা ও গুঞ্জন কুমারকে "কলমবীর" পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।অনুষ্ঠানে হিন্দুস্থান সমাচার গ্রুপের পাক্ষিক পত্রিকা "যুগবার্তা" এবং মাসিক পত্রিকা "নবোত্থান"-এর বিশেষ সংখ্যাও চালু করা হয়। এই দু'টি বিশেষ সংখ্যায় ভারতীয় ভাষার উপর পণ্ডিতদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় ডালিমস সনবিম স্কুলের শিক্ষার্থীদের লেখা 'গোল্ডেন সান' বইটিও প্রকাশ করা হয়।এর আগে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবীণ প্রচারক এবং হিন্দুস্থান সমাচারের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মী নারায়ণ ভালা "পঞ্চ প্রণ" ভারতীয় ভাষা ও সমৃদ্ধ ভারতের থিম প্রচার করতে গিয়ে বলেছেন, পঞ্চপ্রণ শব্দ থেকেই স্পষ্ট যে দেশই সর্বাগ্রে, এ জন্য জরুরি হল যে ভাষার প্রয়োগ হবে তা দেশকে সমৃদ্ধ ও গর্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করবে। পাঁচটি ব্রত সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, মূলত দেহ, জীবন (জীবনীশক্তি), মন, বুদ্ধি, আত্মা... এই পাঁচটি উপাদান যার মাধ্যমে আমরা দেশের উন্নয়নে আমাদের পূর্ণ অবদান রাখতে পারি। এর আগে হিন্দুস্থান সমাচারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ডঃ প্রদীপ মাধোক "বাবা" অতিথিদের স্বাগত জানান। সংবাদ সংস্থার বারাণসী ব্যুরো প্রধান শ্রীধর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ডালিমস সানবিম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত ও শিব স্তুতি পরিবেশন করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ